উন্মেষ ২৪

বৈশাখ, ১৪৩১
May, 2024

মনের উন্মুক্ততা বেঁচে থাকুক চিন্তনে মননে

Ebook Available

স্বপ্ন যেখানে সত্যি হয়
মুক্তি মেলে যুক্তি দিয়ে
আনান্দ পায় মন যেখানে
সেখানেই চেতনার উন্মেষ ঘটে

UNMESH

A Manifestation of Creativity

An effort by
the students of
The Department of Physics
School of Mathematical Sciences
Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute
(Declared by Govt. of India as Deemed University under section 3 of UGC Act, 1956)
Belur Math, Howrah

উন্মেষ ২০২৪

May, 2024

Sixth Edition

Unmesh

Published by,
Department of Physics
Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute
(Declared by Govt. of India as Deemed University under section 3 of UGC Act, 1956)
P.O: Belur Math, Dist: Howrah, PIN: 711202, West Bengal, India.
Phone: (033) 2654-9999
e-mail: phy.rkmvu@gmail.com, rkmveri@gmail.com
Website: http://physics.rkmvu.ac.in/

First Edition: September 2016,
Second Edition: April 2017,
Third Edition: September 2017,
Fourth Edition: November 2021,
Fifth Edition: November 2022,
Sixth Edition: January 2024.

Cover page Designed by
Arijit Sikder

About the Magazine:

With an attempt to look beyond the customary monochromatic schedule of classes, lab-work, projects and assignments, the students of the Department of Physics re-invent themselves in the form of a magazine in which they embark upon a journey through the lanes of memories, the thorns of reality, and the stream of dreams.
The magazine, named Unmesh, is an opportunity for the students to express themselves in poems, stories, articles, paintings, and photographs, and is truly a magazine by the student, for the student, and of the student: it is the students who do everything: planning, designing, editing, typing, with full support from the department and the University.

PREVIOUS EDITIONS

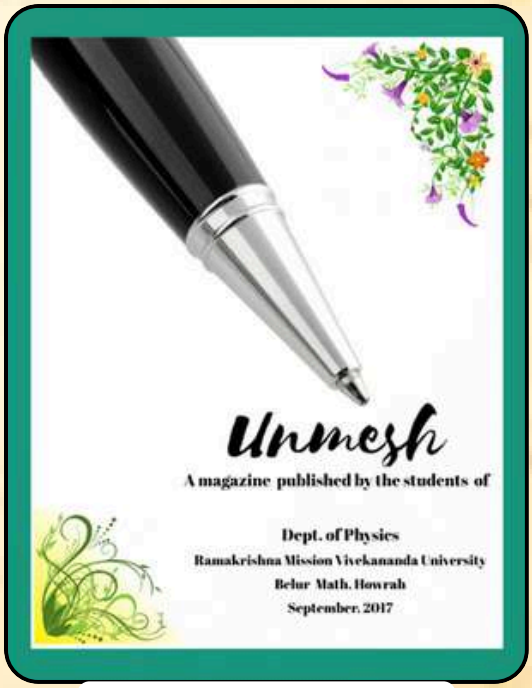

UNMESH 3RD EDITION
2017

UNMESH 4TH EDITION
2021

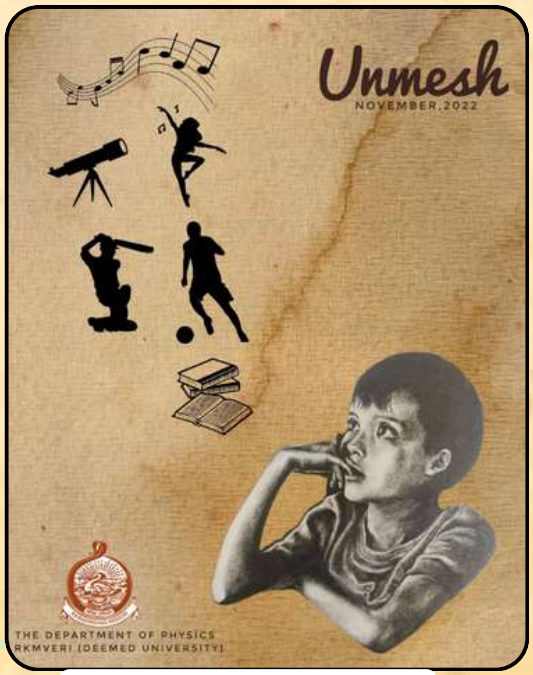

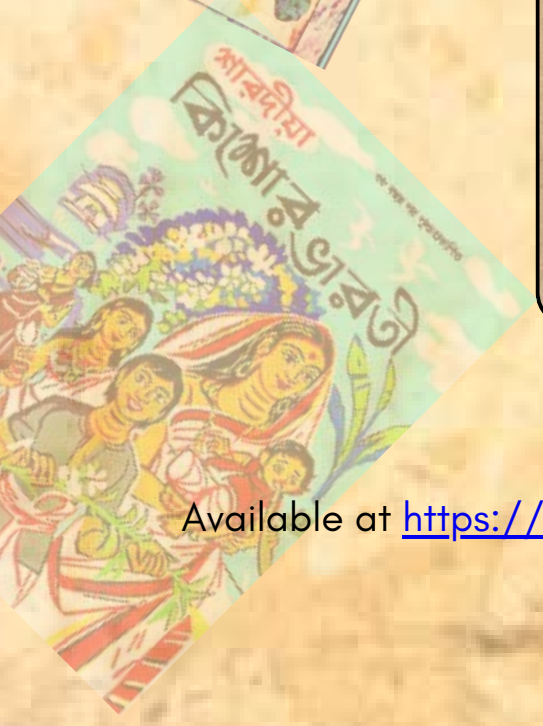

UNMESH 5TH EDITION
2022

Available at https://physics.rkmvu.ac.in/unmesh-students-magazine/

সম্পাদক মন্ডলী

সম্পাদক

অরিজিৎ সিকদার
mearijitsikder@gmail.com

অরিন্দম মাইতি
maity2307@gmail.com

তিয়াশা জানা
tiyashajana2000@gmail.com

প্রীতম দালাল
pritamdalal766@gamil.com

শুভদীপ মণ্ডল
subhadeepmandalindia@gmail.com

ই-পত্রিকা সম্পাদনা

অরিজিৎ সিকদার ও শুভদীপ মণ্ডল

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও উৎসাহ প্রদানে

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগের সন্মানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ

"যদি সত্যিই মন থেকে কিছু
করতে চাও তাহলে পথ পাবে,
আর যদি না চাও
তাহলে অজুহাত পাবে।"

- স্বামী বিবেকানন্দ

"যত মত তত পথ"

- শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

"যদি শান্তি চাও, কারোর দোষ
দেখোনা, দোষ দেখবে নিজের।"

- শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী

সম্পাদকীয়

দাও ফিরিরে ছেলেবেলা, নাও ফিরিয়ে ফোন খেলা। মাঠ গুলো আজ ক্রিকেট ফুটবলের বদলে ফোন খেলার জায়গা হয়েছে। ছোট বাচ্ছা থেকে বুড়ো সকলেরই প্রাণশক্তি এই মুঠো বন্দি জগৎ। মানুষের চিন্তাশক্তি আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর এই পরিবর্তনের উদ্দাম হাওয়ায় কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ছোটবেলার সেই রঙিন দিনগুলো, ভাবনার জগৎগুলো, সর্বোপরি উন্মুক্ত চিন্তন। ফলে সভ্যতার এই নব জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, তছনছ করে দিতে চাইছে আমাদের সামাজিক বন্ধন, মানসিকস্থিতি। সকলের ভিড়ে কেমন যেন একা হয়ে যাচ্ছি আমরা, কোথাও যেন সময় নেই নিজেদের নিয়ে জানবার, ভাববার। সমাজের তথাকথিত গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে তাই আমরা খুঁজছি নিজেদেরকে, নতুন করে বুঝতে চাইছি নিজেদের অস্তিত্বকে, জানতে চাইছি আমাদের অন্তরের অন্তরতম স্পন্দনকে। এই জানবার, খুঁজবার, বুঝবার প্রয়াসই হল আমাদের এই পত্রিকা **উন্মেষ**।

সাময়িক ত্রুটি ও সময়াভাবের দরুণ প্রায় এক বছর পরে আবার নতুন কলেবরে, নতুন ভাবনায়, নতুন চমকে হাজির হতে চলেছে আমাদের এই পত্রিকা। আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এবং সহপাঠীরা যেভাবে এই পত্রিকা গঠন এবং প্রকাশের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন তা অনস্বীকার্য। তাদের মধ্যে যাদের কথা না বললেই নয়, আমাদের বিভাগীয় প্রধান অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, যার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং উৎসাহে আমাদের পত্রিকা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে এবং আমাদের সহপাঠী ও সহকারী সম্পাদক অরিজিৎ সিকদার ও শুভদীপ মণ্ডল, যাদের নিরলস পরিশ্রম এবং দক্ষ কর্মনিপুণতা এই পত্রিকাটিকে পূর্ণতা দিয়েছে। আশা রাখছি, এই পত্রিকা সবার আনন্দের **উন্মেষ** ঘটাতে সক্ষম হবে।

"The spiritual impact that has come to Belur [Math] will last fifteen hundred years, and it will be a great University. Do not think I imagine it; I see it." -Swami Vivekananda

আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূরক হিসাবে যে বিজ্ঞান, ধর্ম এবং আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রয়োজন, স্বামীজির এই উপলব্ধির বাস্তব রূপায়ণই হল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute। আশা করি, আমরা এই ঐতিহ্যমন্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হব।

"জীবনের পরম সত্য এইঃ শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন; দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ; দুর্বলতাই মৃত্যু।" (১।১৫৩) – স্বামীজি

“आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च”

Atmano mokshartham jagat hitaya cha

-Swami Vivekananda

“Only a life lived for others is a life worthwhile.”

-Albert Einstein

Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute

(Declared by Govt. of India as Deemed University under section 3 of UGC Act, 1956)

Belur Math, Howrah

(Accredited by NAAC with A++ Grade)

The Department of Physics

উন্মেষ ২০২৪

সূচীপত্র

১। গদাই গৌরী গবেষণা	-ব্রহ্মচারী মানসদীপ	1.
২। Cursor, অক্ষর	-অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	2.
৩। সুখ	-অনির্বাণ দলুই	3.
৪। অপদার্থ	-প্রলয় ঘোষ	4.
৫। A common Man's Revolution	-Utkarsh Basu	5.
৬। কলমে কলম	-মুক্তমন	6.
৭। Musings of a madman	-Utkarsh Basu	7.
৮। কবিতা শ্রয়	-তিয়াশা জানা	8.
৯। Letter to my mother(Ukraine)	-Utkarsh Basu	9.
১০। আমি মৃত্যুরে ভালবাসিলাম	-অনির্বাণ দলুই	10.
১১। বোধন	-আত্রেয়ী বিশ্বাস	11.
১২। দুঃখ পুতুল	-অরিত্র বসাক	12.
১৩। সেই যে হলুদ পাখি, নিদ্রা	-অংকুর হালদার	13.
১৪। নিজের প্রতি	-মুক্তমন	14.
১৫। আনমনা	-অংকুর হালদার	15.
১৬। ব্যাকবেঞ্চার	-প্রীতম দালাল	16.
১৭। সন্ধান	-কৌশিক দাস	17.
১৮। দুয়ো রাজা	-অরিজিৎ সিকদার	18

চিত্রসূচী

১। অরিন্দম মাইতি	19.
২। সায়ন দত্ত	20.
৩। তিয়াশা জানা	22.
৪। স্নেহা ভূঞ্যা	25.
৫। মৌসুমি দত্ত	27.
৬। সুপ্রিয়া পাল	28.
৭। অর্চিস্মান গুপ্তা	29.
৮। আদৃতা রায়	30.
৯। অরিজিৎ সিকদার	31.
১০। ঋত্বিক দাস	32.
১১। অতসী ভট্টাচার্য	32.

১। অনির্বাণ দলুই	33.
২। অংকুর হালদার	36.
৩। কৌশিক দাস	37.
৪। মেঘনা মাইতি	38.
৫। শঙ্খদীপ পাল	39.
৬। সায়ন দত্ত	40.
৭। অতসী ভট্টাচার্য	41.
৮। উৎকর্ষ বসু	42.
৯। স্নেহা ভূঞ্যা	43.
১০। মৌসুমি দত্ত	45.
১১। সোমনাথ রায়	46.
১২। তিয়াশা জানা	49.
১৩। আদৃতা রায়	52.
১৪। অরিজিৎ সিকদার	55.
১৫। শুভদীপ মণ্ডল	62.

- **Crossword** 66.
- **Sudoku** 68.
- **Photo Gallery** 69.

গদাই গৌরী গবেষণা

ব্রহ্মচারী মানসদীপ

(RKMVERI, ২৫.১০.২০২৩)

গদাই গৌরী গঙ্গাতীরে গগনতলে
গুরু গোবিন্দ গবেষণা গান গায়
মাঝে মহামায়া মহোৎসবে মেতে
মৃন্ময়ী ছেড়ে চিন্ময়ী মাকে ধ্যায়
গৌরী বলে কিরে গদাই
পূজা কেমন কাটালি ভাই
গদাই বোলো মায়ের কোলে
রোষে বসে খেয়ে বেড়াই
গদাই বলে গৌরী বোলো
পুজো কি তোর কাটলো ভালো
গৌরী বলে উপাসনা বলে
মায়ের সন্ধানে পেলাম আলো
গৌরী বলে আমার উমা
চন্ডী পাঠে মনোরমা
পৃষ্ঠ পৃষ্ঠ ধরে পূজা করিলে
পূজারী কে দেয় বর বামা
গদাই বলে আমার উমা
কুমারী কন্যা কিশোরী মা
ভাব ভালোবাসা বুঝে
আত্মীয় জন প্রিয় শ্যামা
গৌরী বলে উমা আমার
শাস্ত্র নিয়ম করে বিচার
তাই তো কলির অশ্বমেধ
নামে এই পূজার প্রচার
গদাই বলে উমা আমার
ত্রিকাল দ্রষ্টা জগতের সার
অন্তর চাহি অন্তর দেখি
তবে করে ভবসাগর পার
গৌরী বলে উমা আমার
লাল রঙে চাহে আচার

লাল পদ্মা লাল সারি
লাল সিঁদুর করে ব্যবহার
গদাই বলে উমা আমার
রং দেখে সকল আত্মার
কত শুভ্র কত প্রকাশিত
বয়ে চলেছে কর্মের ভার
গৌরী বলে আমার উমা
কর্মনাশী কাত্যায়নী নামা
কৃপা করে কর্ম হরে
প্রানপ্রিয় হর মনোরমা
গদাই বলে আমার উমা
প্রেম স্বরূপিণী আদ্যামা
বাৎসল্য টপকে পরে
মায়ের সন্তান সন্তানের মা
গৌরী বলে ওহে গদাই
আমরা ভিন্ন রূপ দেখি তাই
তোর উমা আমার উমা কি ভিন্ন
ভিন্ন লীলা করে কেমন ভাই
গদাই বলে শুনো গৌরী
এসব মহামায়ার চাতুরী
ভিন্ন ভাবে ভিন্ন দর্শন
লীলা করে শিবা শুভঙ্করী
একই সত্তা করে বিস্তার
নানা রূপে নানা ব্যবহার
যেমন ভাব তেমন লাভ
এই আমাদের আলাপ সার

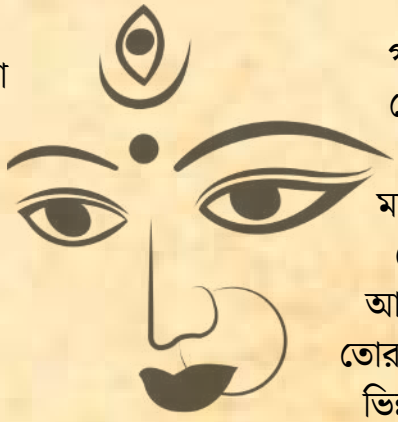

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
(সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান)

Cursor

I
তুমি কি?
কোনো 'কি'-তে খোদাই করা নেই!

তোমায় টাইপ করা যায় না,
তোমায় ডিলিট করা যায় না।
যেখানেই ক্লিক্
সেখানেই তোমার ব্লিঙ্ক্।
এই যে পদে পদে বাক্য লিখে চলেছি -
শুরুতে তোমায় দেখেছি,
আছ পদে-পদে, পদের মাঝে -
জানি, শেষেও থাকবে তুমি।
প্রতি টাইপে তুমি সর্বক্ষণ
প্রতি মুহূর্তের এক্ষণে
তুমি ব্লিঙ্ক করে চলেছ। I

এখানে ওখানে
ক্লিক ক্লিক করে,
কত 'কি' প্রেস করে,
কত কি বার করতে করতে
কেটে গেল কাল।
'সকল কাজের পাইরে সময়'
তোমারে ভাবিতে পাই না!

কোন পাগলের আছে এত সময়,
যে ক্লিক থামিয়ে,
'কি' আঘাত থামিয়ে
শুধু ব্লিঙ্কিং cursor পানে
একদৃষ্টে চেয়ে থাকে! I
যদি থাকত,
শুনত আপন মাঝে
তোমার গুণ-গুণ -
'যা বেরোচ্ছে, এখান থেকেই তো'!

অক্ষর

যিনি 'অ', তিনি আকার ধরে 'আ',
তিনি-ই, দীর্ঘ হয়ে ঈ।
ক্ষণিকে 'উ'দয় হয়ে, 'ঊ'ষা হয়ে তাঁরই বিস্তার।
'ঋ'ষি-চেতনায় ব্যপ্ত,
'ঌ'-এ লীন - বাহ্য হতে অন্তর্হিত,
'এ'ভাবে এখানে,
'ও'ভাবে ওখানে,
ওই-ভাবে 'ঐ' তে
অ উ যোগে 'ঔ' তে ,
তিনিই বিরাজমান,
সর্বস্বরে তিনিই ধ্বনিত
তিনি ক্ষয়হীন - অক্ষর।

সুখ

অনির্বাণ দলুই
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২২-২৪)

সারা শরীর ঘামে ভিজিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে যখন তার চোখ খুলল তখন ভোর হয়ে গেছে । তার বাগানের গোলাপখাস আমের গাছে একদল পাখি কিচিরমিচির করছে, মাঝে মাঝে কোকিলের মধুর শব্দও সে শুনতে পাচ্ছে। কোথা থেকে যেন একটি গান ভেসে আসছে।

' বল মন সুখ বল, বলে চল অবিরল,
তোর সুখ নামে যদি সুখ আসে জীবনে... '

সে বিছানা থেকে উঠে এসে দোতলার বারান্দায় রাখা আরাম কেদারায় বসল এবং রাতে দেখা স্বপ্নের ব্যাপারে ভাবতে শুরু করল। এমনটা এর আগেও হয়েছে বহুবার। সে দেখেছে, সে তার বিশাল খাবারের টেবিলে বসে আছে। সারা টেবিল জুড়ে রাখা তারই সমস্ত পছন্দের খাবার কিন্তু সে যত খাচ্ছে তার খিদে আরোই বেড়ে যাচ্ছে। সে যতই তার প্রিয় সুরা পান করছে তার তৃষ্ণা ততোই বেড়ে যাচ্ছে। সে ভেবে পায়না তার কিসের অভাব? বাড়ি, গাড়ি, টাকা, তার সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য ঘর ভর্তি চাকর-বাকর, সবই তো আছে। কিন্তু সে অবুঝ, বোঝেনা; যার যেটার অভাব সে সেটারই স্বপ্ন দেখে।

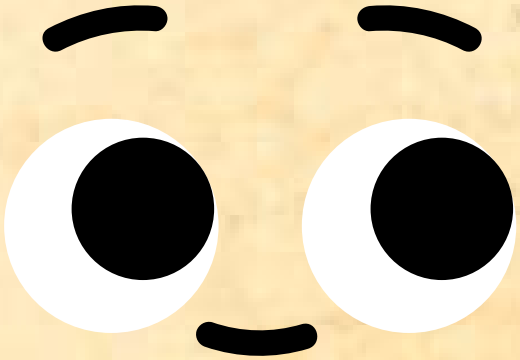

গরীব দেখে অর্থের স্বপ্ন আর বড়োলোক দেখে অর্থহীনতার স্বপ্ন! দুঃখী দেখে সুখের স্বপ্ন আর সুখী দেখে দুঃখের স্বপ্ন!

এই তো জগতের নিয়ম। সে আর বসে না থেকে সেই পোশাকেই একটা শাল গায়ে বেরিয়ে পড়ল! ভোরের সময়, রাস্তা ঘাটে কোলাহল নেই। এখনো মাছের বাজারে দরাদরি শুরু হয়নি, মুটেদের সমবেত কণ্ঠও এখনো কানে আসে নি, যানবাহনের হুংকারে পাখিদের কোমল স্বরও এখনো চাপা পড়েনি। এ জগতে যে শুধু মানুষ আর তার অনির্বাণ ক্ষুধা ছাড়াও আরও অনেক কিছুই আছে সে আজ তা টের পেল। অর্থ আর যশের লালসার অন্ধকূপে যে প্রকৃতির অস্তিত্বের আলো প্রবেশ করে না, তা সেই অন্ধকারে থেকে বোঝবার উপায়ও তো নেই।

ইতিমধ্যেই তার চোখে পড়ল এক ভবঘুরের দিকে। তাকে দেখে ঘৃণায় তার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। কে জানে সে শেষ কবে স্নান করেছিল। তার নোংরা জড়ানো চুল গুলির থেকে হয়তো সেই নব ভবঘুরের আস্তাকুঁড়ও বেশি পরিষ্কার। সে তার মসলিনের শালটি গা থেকে নামিয়ে সেই অর্ধনগ্ন জীবটির দিকে ছুঁড়ে দিল এবং সেই জীবটি তার গায়ে হটাৎ উড়ে আসা সেই অচেনা জঞ্জালটিকে একবার দেখে তার মাথার অদূরের আস্তাকুঁড়ের দিকে ছুঁড়ে দিল। তার এতো দামি মসলিনের শালকে কেউ জঞ্জালজ্ঞানে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়! তাও আবার এই তুচ্ছ জীব যার অস্তিত্ব সে আজই টের পেল! সে চিৎকার করে বলল, "তুই জানিস ওটার দাম কত?" কিন্তু অপর পক্ষ থেকে এইরূপ অবজ্ঞায় সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কত বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি,

এমনকি শহরের মেয়র তাকে ' কৃষ্ণেন্দু বাবু ' বলে সম্বোধন করে, আর এই অবুঝ জীব তার যেন অস্তিত্বই টের পায়না। কিন্তু তার রাগ হল না বরং তার মুখে হতাশা ফুটে উঠল। যে বাড়ির ভিতই নড়ে গেছে সে আর কতক্ষণই বা দাঁড়ায়। যার নিয়তিতেই ভাঙন তার মেয়াদি বা কতক্ষণ! সেই সর্বহারা জীবটির মুখের প্রসন্নতা দেখে সে নিজের দীনতার মাত্রা বুঝতে পারল। যে এত দামি একটা জিনিস মূল্যহীন ভেবে ফেলে দেয় তার থেকে ধনী আর কেই বা হবে। সেই নবজাতকের যেন এক মূহুর্তে সারা পৃথিবী ওলট পালট হয়ে গেল। যে সুখের মূল্য সে সর্বাধিক ধার্য্য করেছিল আজ সেই সবই যেন মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। সে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নিল। ফেরার পথে সে আরও এক মৃত্যুপুরীর দর্শন পেল। যেখানের বন্দীদের আমরণ অভুক্ত, নির্যাতিত ও রোগগ্রস্ত থাকার দণ্ড বলবৎ করা হয়েছে।
পরের দিন...

যখন তার চোখ খুলল তখন এক নতুন স্নিগ্ধ ভোরের সূচনা হয়েছে। সে তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর জঞ্জাল সেই মৃত্যুপুরীর উদ্দেশ্যে লিখে বেরিয়ে পড়ল, প্রকৃত সুখের খোঁজে। সে শুনতে পাচ্ছে দূর থেকে যেন ভেসে আসছে,

"শুক বলে ওঠ সারি ঘুমায়ো না আর,
এ জীবন গেলে ফিরে আসেনা আবার..."

অপদার্থ

প্রলয় ঘোষ
(প্রথম বর্ষ, ২০২৩-২৫)

পদার্থের আবার নাকি অপদার্থতা !
আদৌ কি হয় !!
– বলতে পারো ?
শুনেছি নাকি পদার্থ হলেই মূল্যবান,
তবে অপদার্থতার প্রাসঙ্গিকতা কি ?
আর আছেই বা কেন এই অপদার্থতা !
না থাকলে কি আদৌ ক্ষতি কিছু হত ?
কি জানি বাবা ! এতশত পদার্থ-অপদার্থের বেড়াজাল....
কে কখন যে এই বেড়াজাল ছিঁড়ে পদার্থ থেকে অপদার্থ, বুঝিই না।
আবার যদি সে অপদার্থই হয়, তবে
কেন পারে না সে কখনও পদার্থ হতে ?
তবে কি ইচ্ছে থাকলেই পদার্থ হওয়া যায় ?
নাকি এ-তার জন্মগত !
অথবা আমরাই কি নামকরণ করেছি তার 'অপদার্থ' ?

A COMMON MAN'S REVOLUTION

Utkarsh Basu
(1st year, 2023-24)

"Praja kaam ki baat poochti;
Raja Mann ki baat karta." - Sampat Saral.
(A common man's Revolution)

As I walked forward, I wondered, " When will it be my turn?

When I face the deaf rock alone, when all other senses die down, except a sense of urgent calm. When I draw my final breath as I hear the trigger getting pulled."

Then everything will be calm. But just inside me, inside my head. Outside, sirens fire up and people, ordinary people, shriek and wail in absolute terror as my corpse falls right in front of them. My eyes in an empty gaze, staring right into the heart of oblivion. Into absolute nothingness.

But as is the common man's tragedy, people will forget me... given due time.

Maybe some will mourn a little longer, but in time, that pain will also subside as they move forward. History would finally lose me.

Thus I wonder, " Why am I alive? What's the point?"

There are so many people, so many things... things that a common man wants... desires.

The tragedy of the common man is
"False is the only truth;
Truth is the most dangerous thing."

But my reader, this is not an existential crisis, it is a crisis for our very existence.

We elect hands to protect the constitution: those very hands strangle us in a bid to burn that very constitution to the ground.

Every common man is a revolutionary... A struggle to survive till each sunset and wake up every sunrise.

The common man is a revolutionary because he seeks the truth. And he deserves the truth, because as the saying goes, "Only the truth is revolutionary."

I lived for many things, the only question remains, "what am I dying for?"

When the wailing stops and the dust settles, the only sound ringing will be
"Zulmi jabh bhi zulm karega satta ke hatiyaaro se.
Chappa chappa goonj uthega inquilab ke naaro se."

কলমে কলম

মুক্তমন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হোক কিংবা ডিজিটাল লেখনী, আজও সব ভাব প্রকাশে সমর্থ কলমই একমাত্র সঙ্গী এই প্রবন্ধের। কবি থেকে ছবি, বিজ্ঞান থেকে সাধারণ জ্ঞান সবরকম ক্ষেত্রে একমাত্র সাধারণ সহায়ক, কলম মানুষের হাতের তালে নেচে নেচে বিপ্লব ঘটিয়েছে বারবার। কলমের বাহার হোক কিংবা লেখার ভঙ্গিমা, কলম আপন গরিমায়, নিজেই উচ্ছ্বসিত। বিজ্ঞানী থেকে অজ্ঞানী সকলেই এর ব্যবহার জানে। সর্বমুহূর্তের এই সঙ্গী, জীবনের সকল পরীক্ষায় কখনও কাউকে নিরাশ করে না। জন্মের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, জন্ম পত্র থেকে মৃত্যু পত্র, শংসাপত্র থেকে নিন্দাপত্র এমনকই কারণ পত্র যা মৃত্যুর কারণ হিসাবে লেখা হয়, সেই সকল অবস্থার সাক্ষী এই কলমই। বিষয়ীর হিসাবে সে যেমন চমৎকার, তেমনি লেখকের কাছে ভাবুক, বিদ্রোহীর লেখনীতে চাবুক হয়ে বারবার নিজের রক্ত ঝরিয়েছে। সত্যিই অনন্য সে, বিখ্যাত ব্যক্তির খ্যাতি তো তারই জন্যে, তবুও সে নীরবে কর্ম করে চলেছে। সে যেমন তরোয়ালের মতো মৃত্যু হানতে পারে, তেমনি ওষুধের ন্যায় জীবনও দিতে পারে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সে সকলের সহায়, ধনী গরীব, সুখ্যাত কুখ্যাত, পুণ্যবান পাপী সবার। অহংকারের লেশ মাত্র নেই তার, কারণ সে নির্লিপ্ত; সে শুধু নিজের সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত। নীরব বিপ্লবের আর এক নাম কলম, বিপ্লবীদের সাহস জোগানো সেই সকল গোপন নথি, গান, চিঠিপত্র সবই কলমের ছোঁয়ায় মানুষের হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিত। আজও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রয়েছে তবে সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায়, কলমের ব্যবহার কমছে ঠিকই কিন্তু আজও সে পছন্দের তালিকায় প্রথমেই থাকে।

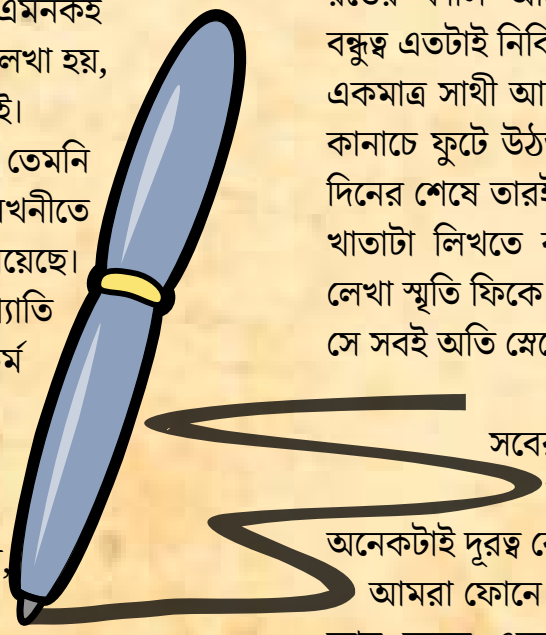

আজ, বই বিক্রি ও কমেছে, সাথে কমেছে কলমের ব্যবহারও। স্মৃতিতে ফিরে গেলে মনে পড়ে, স্লেট ও চকের সাথে অ আ A B এর বন্ধুত্ব তারপর পেনসিল ,রবার। এগুলোর দাগ মোছা গেলেও পেনে লেখার সময় হোঁচট খেতে হয়েছিল অনেকবার, কাটাকুটি আর সাথে হাত ভরা আলপনা, সাবান দিয়ে ধুলেও দাগ যেত না। স্কুল থেকে ফেরার পথে শুধুই মন থাকত নতুন পেনের বাজারে, কোন পেনে গন্ধ আছে, কোন পেনে হরেক রকমের কারুকর্য আছে, আবার একই সাথে অনেক রঙের কালি আছে ইত্যাদি প্রভৃতি...। কলমের সাথে বন্ধুত্ব এতটাই নিবিড় ছিল যে, মন খারাপের সময়ও সে-ই একমাত্র সাথী আর তাকে সাথে করেই ডায়েরির আনাচে কানাচে ফুটে উঠত নানান অভিযোগ আর দুঃখের গল্প। দিনের শেষে তারই অপেক্ষায় থাকতাম, কখন যে ফেয়ার খাতাটা লিখতে বসবো। সময়ের সাথে খাতার পাতায় লেখা স্মৃতি ফিকে হয়েছে, মুছে গিয়েছে মন থেকেও কিন্তু সে সবই অতি স্নেহে ধরে রখেছে।

সবের মাঝে যেন এই ভাবটাকে হারিয়েছি আমরা, লেখার সাথে আজ লেখকের অনেকটাই দূরত্ব বেড়েছে। সারা দিনের অনেকখানিই আমরা ফোনে বুঁদ হয়ে হাবুডুবু খাই, ভাসতে জানিনা। আর ঘরের এককোণেতে পড়ে গড়াগড়ি খায় কলম, সবাই আমরা অন্যের গল্পে নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছি মনের কোন এক প্রান্তরে, নিজেকে খোঁজার এক প্রয়াস হতে পারে এই কলম, তাই সে নিজেই নিজের কলম ধরেছে।

MUSINGS OF A MADMAN

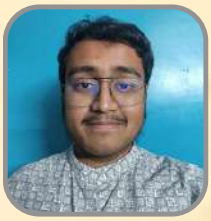

Utkarsh Basu
(1st year, 2023-24)

"Words have no power to impress the mind without the exquisite horror of their reality."- Edgar Alan Poe
(The musings of a madman)
Salvador Dali once said, "There is only one difference between a madman and me. The madman thinks he's sane and I know I am mad."
Yes, I am mad, and this madness has torn apart my reality. It's now way different than yours, and you and I both know this.
You reside in blissful oblivion while I scream at the horrors of my time.
Horrors that once were released by you and me together, back when we could breathe.
Back when we could hold hands and say this land belongs to both of us.
Back when we were free men. Back when speaking was legal. Back when women too were people.
Back when the grass was green. Back when Lady Justice had a blindfold and unbiased scales.
But when the storm came, when people were slaughtered like pigs for exercising their rights, you put your head in a rabbit hole as you always do.
I wasn't strong enough to do the same. My conscience wouldn't let me turn away from the view of this manslaughter as I watched blood dry up on blades of grass as they turned brown.
You preserved your sanity. I, my truth.
Thus, you walk peacefully, almost oblivious to the fact that I was sitting on the sidewalk. My eyes gazing aimlessly into oblivion, drool coming out from the corner of my mouth, completely in rags, just as they left me.
Sometimes I cry, shriek, wail in utter agony as my mind cannot fathom the bitter reality that is as insane as I am.
Yes, I am insane. But my insanity protects my truth. A truth that one day you too will begin to grasp. Just as you do, you eyes widen and you realise, you can't wake up. Sweetheart, this was never a dream.

কবিতা শ্রয়

তিয়াশা জানা
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২২-২৪)

চিঠি

মনের ঘরে অনেক চিঠি
অতীত দিয়ে বোনা।
সুখ-দুঃখ লেখনী তার
স্মৃতি তার খাম,
মনের ডাকবাক্সে,
অতীতের নাম।
স্মৃতি আসে, স্মৃতি যায়
জমে যায় ধুলো,
ধুলোর নীচে চাপা পড়ে থাকে
অতীতের স্বপ্নগুলো।
তাও স্বপ্ন দেখা হয় না শেষ,
স্মৃতিরও আনাগোনা!
চিঠির পাতায় উকি দিলে
মন কেমন আনমনা।।

মায়ের হাতের ছোঁয়ায়,

প্রথম আলোর সাথে আলাপ-
মায়ের হাতের ছোঁয়ায়,
টলমল পায়ে হাঁটতে শেখা।

মায়ের হাতের ছোঁয়ায়
প্রথম হাতেখড়ি,
বইয়ের সাথে বন্ধুত্ব
আর ঘুমের দেশে পাড়ি।

মায়ের হাতের ছোঁয়ায়
এক নিমেষে ক্লান্তি থেকে ছুটি,
দিন বদলাবে, দিন শুধরোবে-
শুধু রয়ে যাবে এই হাতের ছোঁয়াটুকু।।

অবসরের পর

বৃদ্ধ বয়সে আসে ঘরে ফেরার পালা,
এতদিনের সমস্ত স্বপ্ন বিসর্জনের পর হয়তো কিছুটা অবকাশ। তারপর
মন যখন কিছু নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে,
তখনই হয়তো বৃদ্ধাশ্রমের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।
বছর ঘুরলেও নতুন স্বপ্নের বীজ বপন আর হয় না;
শীর্ণ হাতদুটো হয়তো শুধু ঘরে ফেরার অপেক্ষায়...

LETTER TO MY MOTHER(UKRAINE)

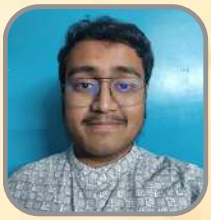

Utkarsh Basu
(1st year, 2023-24)

*A letter to my mother. If found, please mail this via post to my home? Please? *

Maa,

You know I'm going to never come back, nah? Or perhaps paa dying and your old age made you somewhat oblivious to the world outside.

Here's what's happening, in case you get a chance to read this.

Our motherland?

She's being raped right now by tyrants who never wanted to know and love her, just wanted her body for them.

If only they knew you, I suppose, this wouldn't happen, you know? You could make them a hot meal, some soup and over dessert you could make them see, make them understand and realise that this is not what they want.

The soldiers who are killing us? Perhaps they don't want to you know?

Perhaps they want to return to their mothers also, perhaps more than I do.

Perhaps they are just people, like us. But the man who sits above them?

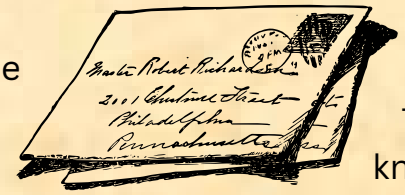

I think he's blind you know? How can he not see how deeply we are affected. How much you're gonna cry if I don't come back.

I'm sorry I had to leave you, maa. I never wanted to. Right now, they are shelling near our camp. I am safe right now, but for how long I really don't know.

You know what I'm missing the most? That delicious soup you always cook for me on Sunday mornings. That aroma I wake up to is ethereal.

Everybody here is so much nervous. They're hardly eating anything, always fearing if the next missile strike would be the last they know of. Everybody's morale is down maa, I wish they could meet you.

You'd make them some soup and talk to them, make them feel warm and forget about their worries.

There's so much I could say, you know? But again, then that would make this goodbye even harder.

I just wish you were here you know? I miss your hug. The way you'd hold me and pat on my back and tell me everything will be alright? I want that maa. I want to feel alright.

If only they could know us, you know? Then they'd know how their carelessness is affecting us.

I'd be alright nah, maa? I will get to meet you again, right?

I hope you get this in time.

Your son

আমি মৃত্যুরে ভালোবাসিলাম

অনির্বাণ দলুই
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২২-২৪)

অমাবস্যার জ্যোৎস্নায় আমি
স্তব্ধ নদীর পাড়ে,
হতাশায় ভরা সিক্ত নয়নে
দেখিয়াছিলাম তারে।

রহস্যময়ী পৌষের রাতে
কৃষ্ণ নদীর কাছে,
শূন্যে চাহিয়া, হতাশ হইয়া,
অদূরে বসিয়া আছে।

সাহস করিয়া, শান্ত চলনে,
বসিলাম গিয়া পাশে,
সজল নয়নে দেখিল আমায়,
ক্ষণিকের অবকাশে।

বলিল আমায় করুণ কণ্ঠে,
অক্ষে অক্ষি রাখিয়া,
"বলিতে পারো বন্ধু আমার,
বক্ষে হস্ত রাখিয়া ?

কী দোষ আমার বলিতে পারো?
কেন কেহ কাছে আসেনা?
আমি যে তাদের সকলের সখী,
কেন কেহ ভালোবাসেনা?

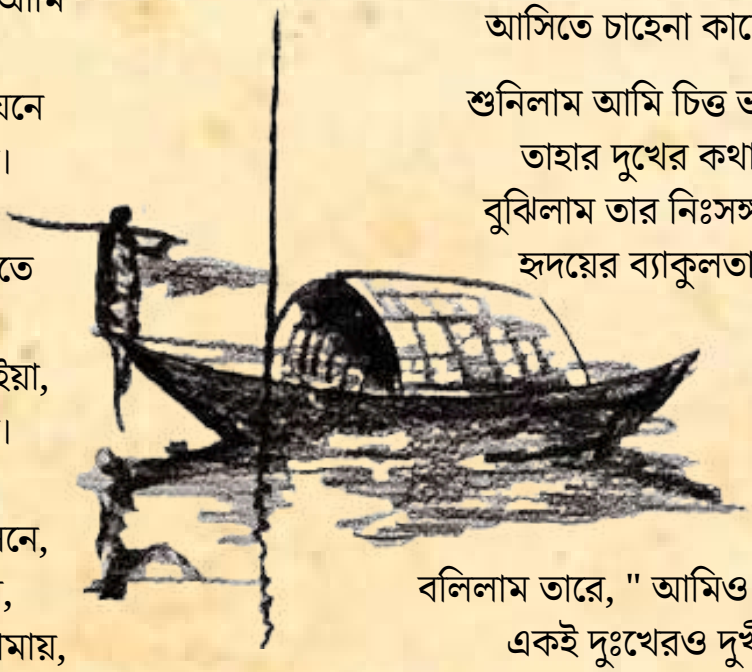

আমিও যে কাঁদি তাহাদের তরে,
প্রতি বার প্রতি ক্ষণে!
ভব সমুদ্র পার করাইয়া,
মরি আমি মনে মনে!

আমিও যে চাহি মোর তরে কেহ,
বিরহবেদনা পায়,
মরণে আমার দু-চার বিন্দু,
অশ্রু ফেলিয়া যায়।

তাহাদের তবু স্বজন বলিয়া
কেহ তো কোথাও আছে!
মরি একা, তবু ভালোবেসে কেহ,
আসিতে চাহেনা কাছে!"

শুনিলাম আমি চিত্ত ভরিয়া
তাহার দুখের কথা,
বুঝিলাম তার নিঃসঙ্গতা,
হৃদয়ের ব্যাকুলতা!

বলিলাম তারে, " আমিও যে সখী,
একই দুঃখেরও দুখী,
নির্জনতার অরণ্য ভেদি,
হইতে পারিনি সুখী! "

কেহ না আসুক, বিশ্ব ভুলিয়া
আমি আজ কাছে আসিলাম,
মানুষ ছাড়িয়া, মানুষ হইয়া ,
মৃত্যুরে ভালোবাসিলাম!

অমোঘ স্পর্শ, স্নিগ্ধ নয়ন,
তাহার স্তব্ধতা ভালোবাসিলাম,
মানুষ ছাড়িয়া, মানুষ হইয়া
মৃত্যুরে ভালোবাসিলাম!
আমি মৃত্যুরে ভালোবাসিলাম!

বোধন

আত্রেয়ী বিশ্বাস
(প্রথম বর্ষ, ২০২৩-২৫)

শুধু ‘ভালোবাসা’, ‘ভালোবাসা’ শুনে -
বুক বেয়ে ধেয়ে আসে সুনামির ঢেউ
ভেঙে পড়ে আদিম প্রাসাদ, ঝর্ঝর্ ,
ভেসে যায় সরু নদীতট অসময় বানে।
যার কথা কখনও বলিনি কোনোদিন, যার চোখ
নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের মত থেকে গেছে চিরকাল,
কোনো কবিতায় লিখিনি নাম যার
আদতে জীবাশ্ম হয়ে গেছে কতকাল;
আজ যেন ‘ভালোবাসা’, ‘ভালোবাসা’ শুনে
কোন্ মনে ভেঙে ফেলি সেইসব শিলা -
এতদিন জেনেশুনে অদেখা রেখেছি যেসব শিলালিপি, হায়!
দেখি, যে চোখে হারিয়েছি সব; নিঃস্ব, উজাড়,
তা শুধুই প্রপঞ্চময়;
আজ ফের ‘ভালোবাসা’, ‘ভালোবাসা’ শুনে,
শ্যাওলারা, ছিল যারা,
জড়সড়,
সেই আদি প্রস্তর-পুরে,
তারা নির্ভার, ছাড়িয়ে শরীর,
ভাসিয়েছে বুক যেন
অনাদি অপরাহ্ন পুকুরে।
ওরা শুধু চিরকাল খুঁজেছিল আশ্রয়, নশ্বর শিলালিপি শৃঙ্খলে
তবে লোককথা বলে,
স্নেহের অতল খুঁজে ফেরে যেজন
পূর্বেই ডুবে গেছে চিত্ত-কায়া তার, ঐ স্নেহ-জলে।
তাই আমি আজ ঐখানে হাঁটুজল পায়ে,
সে সবুজ জড়িয়েছে শরীর মায়ের মতন
আমিও মা’র মত যেন আঁকড়েছি গায়ে,
আর্দ্র আঁচল বেয়ে উঠেছে শিকড়, প্রাচীন
যেন স্নেহ আর প্রেম চিন্ময়ী গুণে মৃণ্ময়ী দেহে লীন।
ঐখানে আজ রোদ-হাওয়া-জল-মাটি
বারবার শুধু কোলাহল, হইহই
লিখে একখানা শিলালিপি মোটে, একাকার -
“আমি আজ ভালোবাসা বই কিছু নই”।
আমি আজ ভালোবাসা বই কিছু নই।

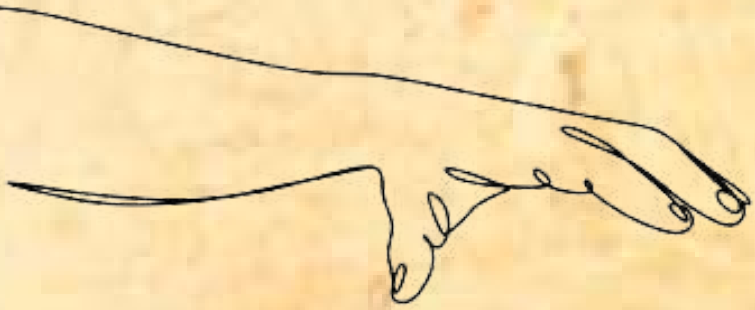

দুঃখ পুতুল

অরিত্র বসাক
(প্রথম বর্ষ, ২০২৩-২৫)

পুতুলটি, ছিল ঘরের কোণে পড়ে,
শরীরে তার ধুলোর পুরু আস্তরণ।
ওই সে মানুষ, হাঁটছে চলছে ঘরে,
তাদের হাতেই, পুতুলখানির জাগরণ।

ঘরের মানুষ বড়ই একগুঁয়ে,
যাচ্ছে আসছে আপন দাপট রেখে,
সেই দাপটেই পড়ছে বাকিরা শুয়ে,
দাঁড়িয়ে কেবল পুতুল একা, এসব কিছুই দেখে!

বুঝতে পারে না এমন তো নয়, পুতুল কেবল বোবা, দেখতে পারে, শুনতে পারে, অকাজ কুকাজ বুঝতে পারে, ঘরের হাঁড়ির খবর শুনেই, ভালো মন্দ বোঝা!

সংশয় তার মনের মাঝে," তাড়িয়ে দিলে যাব কোথায়? কীই বা আমার সাধ্য?
বাইরের লোক আরো রাগী, পায়ের তলায় দেবে পিষে। কেই বা তখন রাখবে মনে? কেই বা করবে শ্রাদ্ধ ?
তার মানে আমি প্রতিবাদ ছেড়ে, তাদেরই মানতে বাধ্য।"

হাঁকছে সকল, মাপছে সবাই, বলছে সবাই হেথা,
সবার মনেই ব্যথা কিলো কিলো,
চুপটি বসে পুতুল দেখে, মনের কথা? মনেই রাখে,
হয়ত তারও কন্ঠগোড়ায়, বলার কিছু ছিল।

ওই যে পাড়ার মোড়ের খেলায়,
দড়ি ধরে পুতুল নাচায়,
পুতুল নাচবে কত!
বড় পুতুল পয়সা ওড়ায়,
ছোট? সে তো সুনাম কুড়ায়,
লোক হাসিয়েই পেটটি চলে,
শরীর ভরা ক্ষত।

মানুষ, তার তো ভীষণ দাপট!
কতই ভাঙ্গা, কতই গড়া, কতই করল দান,
সেই দানেরই ক্ষুদ্র কণা,
ছোট্ট পুতুল, কেউ জানেনা,
হয়তো ছিল সেই পুতুলে-
ছোট্ট একটি প্রাণ।।

অংকুর হালদার
(প্রথম বর্ষ, ২০২৩-২৫)

সেই যে হলুদ পাখি

একটা বয়সের পর অনুপ্রেরণা দেওয়ার আর কেউ
থাকেনা,
যারা দিয়ে যায়, তারা আসলে স্বার্থপর,
আর যারা দিতে চায়, তারা বন্ধু।
এককালে যারা দিতো, তারা আমার বস্তাপচা জীবন
দেখে হাঁপিয়ে ওঠে।
তাদের বিরক্তি ধরে
তারা নিয়ন্ত্রণ চায়, শৃঙ্খলা চায়,
নিয়ম চায়, আইন চায়, বাধ্যতা চায়,
আরো অনেক অনেক কিছু চায়।
শুধু ভিতরে দেখতে চায়না।
চোরাবালির মতো সূক্ষ্ম ঘূর্ণিতে
অসংখ্য চিন্তা ডুবে যায়,
চিন্তায় ডোবা আর হয়না।
নীরব স্তব্ধতাই সে কূপে আলোড়ন হানে,
দিগন্ত ছাড়িয়ে, মুক্তির উদ্দেশ্যে
বাসা ফেলে উড়ে যায় হলুদ পাখিটি।
সে আর কখনো জামরুল গাছটাতে ফিরবেনা।।

নিদ্রা

শুয়ে নিঝুম অশান্তির প্রশান্তিতে
যেন লুব্ধক ফিরে আসে না পেয়ে শিকার,
ক্ষুধার্ত উপবাসের মতো অরাজক রাজনীতি
দেহে করে বেঁচে ওঠার নব প্রাণসঞ্চার।
ভাসমান গালিচায় স্থায়ী বিদ্যমান
এলোমেলো পাহাড়ের স্রোত জানায় আহ্বান,
তাহাদিগের জঞ্জালে উষ্ণতা খুঁজে ফিরি,
জেগে উঠি আর হই দিগন্তে আগুয়ান।
এ প্রসারিত প্রাণ দিও প্রভু
যেন বিষয়ের বিশেষতায় থাকি সুপ্রাচীর,
এ প্রবাল শহর মাঝে ভুলে শবদেহ
যেন চেতনার সাগরে হয়ে উঠি সুগভীর।
এটুকুই চাওয়া নিয়ে নিদ্রা নিমিত্তে মজি
নীরবতা গাঢ় হয় চিন্তার বিভবে,
এ পৃথিবীতে সব সংশয় স্থানে
যুদ্ধপরবর্তী সময়ে জানিনা কি রবে।
সংঘাত মুহূর্তে করি স্পর্শ আশঙ্কা
ভুলে যায় মহাবীর, প্রাচীন গৌরব
ছুটে যায় সকলের কর্ণপটহে
অর্বাচীনের মতো কিছু ঘন সৌরভ।।

নিজের প্রতি

মুক্তমন

মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের গুণ গুলোই হয়তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবকে ঈশ্বরত্বে উন্নীত করে। অন্য সকল প্রাণীকুল জন্ম হতেই আপন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু মানবজাতির ক্ষেত্রে তা নয়। ইস্কুল, পাঠশালা, কলেজ সব গন্ডি পেরিয়ে, আর সবচাইতে বড়ো জীবনের শিক্ষা নিয়ে এই মানবজাতি আত্মপ্রকাশিত হয়। এ যেনো এক প্রস্তুতি পর্ব, আত্মপ্রকাশের রাজ্যাভিষেক। তাই তো সকলের একই ইচ্ছা প্রত্যেকেই যেনো 'মানুষের মতো মানুষ হই'। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন, মান আর হুঁশ না থাকলে কি আর মানুষ হওয়া যায়।

আচ্ছা হাত, পা, চোখ কান না থাকলেও তো একজন, মানুষ মানুষের মতো হয়ে ওঠে। তাহলে তো পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ জীবের সকলেই একই রকম, শুধু চিন্তা ভাবনা গুলো হয়তো আলাদা আলাদা, অন্যরকম। হ্যাঁ, তাই-ই হবে; এই জন্যেই তো সব সমস্যা, ঝগড়া -ঝাটি। সনাতন শাস্ত্র অনুযায়ী সকলেই তো সেই শিবের ঘুমন্ত শরীর, শব হয়ে মায়ের চরণতলে পড়ে আছে। চেতনা হলেই তবে নিজেকে চিনতে পারা যায় আর জগৎকেও। সবই যদি সেই শিব হয়, তাহলে মন্দিরে পুজো কেনো, এই জীবন্ত শিবের নয় কেনো? কারণ, বিশ্বাসের অভাব, অভাব সততার, ভয় হয় যদি নিজেকেই হারিয়ে ফেলি! শুনেছি সে সাগরে ঝাঁপ দিলে পরে মরণ হয় না, সে আনন্দের সাগর। হয়তো বা এই হারিয়ে ফেলার ভয় নিজের প্রতি বিশ্বাস হীনতারই ফল। কিন্তু বিশ্বাস ছাড়া যে আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না, এই যেমন চুল দাড়ি কাটতে গেলে নাপিতের খুর তো গলার কাছেই থাকে, তবুও চোখ বন্ধ করে নিশ্চিন্তে কেমন আনন্দে থাকি, যে চুল দাঁড়ি কাটার পর কেমন সুন্দর দেখতে লাগবে। তারপর খাবার নিয়ে তো বলাই চলে না, যদি কেউ জানতে পারে যে খাবারে বিষের মাধ্যমে তার মৃত্যু হবে; তবে বিষের মাধ্যমে না, না খেয়েই সে মরবে।

তবে এই সব সমস্যার উদ্ধার সবাই নিজেই করে, শেখে কীভাবে মানুষ হওয়া যায়। তাই তো সব বিশিষ্ট মানুষজন তথা ঈশ্বর সকল যন্ত্রণা সয়েও, সব বিষ নিজে পান করেও অমৃত বারি সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন অকাতরে। স্বামী বিবেকানন্দও, তেমনই এক শ্রেষ্ঠ মানুষ, সবাই তো নিজ নিজ সমস্যায় জর্জরিত, স্বামীজি সকলের দুঃখ, যন্ত্রণা, অসহয়তার সঙ্গী। সকলের বিফলতার সাক্ষী স্বরূপ, চিরবন্ধুর মতো জ্বলজ্বল করেন, তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলেন ‘ওঠো, জাগো লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমোনা, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস আনো, আরেকবার চেষ্টা করো তুমি পারবেই’। এই মহামানব কতই না সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, বোনের স্বেচ্ছামৃত্যু, চরম দরিদ্রতা, পিতৃহীনতা,

সর্বোপরি স্বার্থপর অভিহিত হওয়া সংসার ত্যাগের জন্য। লড়েছেন তিনি নিজের জন্য সবার জন্য, ক্লান্ত শরীর রোগগ্রস্ত হয়েছে, তবুও তিনি থেমে যাননি, আজও সবার মুক্তির জন্য সবার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন কীভাবে সবার কল্যাণ হয়। শত শত যুবককে নিজের কাজের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন- 'ভুলে যেও না, যে তুমি জন্ম হতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত'। বিপ্লবীদের প্রেরণা তিনি, সন্ন্যাসী হয়েও... বিপ্লবী হৃদয়ে মায়ের শৃঙ্খল মোচনের জন্য আগুন জ্বালিয়েছেন। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মধ্যে কোনো ভেদ না রেখে আদান প্রদানের বার্তা দিয়ে সর্বসমন্বয়ের মাধ্যমে মিলিয়ে একাকার করে দিয়েছেনে।

হয়তো বা চরম সংকটই ছিল, মহামানবদের ভারতবর্ষ ধামে প্রত্যাবর্তনের কারণ। নেতাজী, কবিগুরু, ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা, প্রীতিলতা সকলেই সেই পরম আদর্শকে জীবনের ধ্রুবতারা করে জীবকল্যাণে শিবের সেবা করতে নিজেদের বলি দিয়েছেন, তৈরী হয়েছে ইতিহাস। তাইতো, যতবারই মানুষ নিজ ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়েছে, সংকট কালে ভারত ভূমিতে মহামানবদের আগমন হয়েছে। তাদের ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, শৌর্য সকলই ভারতের মাটিকে আরও পবিত্র আরও পরম আনন্দের করে তুলেছে।

আজ, সেই ভারতের তথাকথিত মানুষ নিজেদের গৌরব ইতিহাস ভুলে চরম স্বার্থপরতায় মগ্ন। নিজেরাই নিজেদের বাড়ীতে চুরি করে বড়োলোক হচ্ছি। বিশ্বাস, ত্যাগ ভারতের প্রতিটি ধূলিকণায়, সবই পবিত্র এর।

'আণবিকতা শেষ করবে মানবিকতাকে,
উচ্ছৃঙ্খলতা শেষ করবে স্বাধীনতাকে,
মানুষের মন উন্মাদ হবে,
ভোগের নৃত্যে দুর্ভোগের চিতা তৈরী হবে,....'

আনমনা

অংকুর হালদার
(প্রথম বর্ষ, ২০২৩-২৫)

বৃষ্টিভেজা কোনো কার্নিশে
অন্ধকারে কারা চুল শুকায়
তোমার জন্য মানি হার মিছে
এভাবে থেকো বসে অপেক্ষায় ।।

স্পর্শকাতর এক বকুলবাস
ছিন্ন করে মোর সব খেলা
তোমার ঠোঁট আর দীর্ঘশ্বাস
স্বপ্নে দেখি আমি দুইবেলা।।

যেভাবে কেটে যায় নিঝুম রাত
আমায় কুরে খায় নিরাগ ভোর
সূর্য হার মেনে যায় হঠাৎ
তোমার গন্ধে ফেরে আমার জোর।।

ব্যাকবেঞ্চার

প্রীতম দালাল
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২২-২৪)

হ্যাঁ, আমি হলাম সেই ব্যাকবেঞ্চার;
ক্লাসে আমি খুঁজতে আসি স্বপ্নে দেখা অ্যাডভেঞ্চার।
আমার ঘড়িতে ক্লাস শুরু হয় এক ঘন্টা লেটে;
ঠিক সময়ে ক্লাসে গেলে হজম হয় না পেটে।
ক্লাসে ঢোকার পরে বুঝিনা বসব কোন বেঞ্চে;
এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে গিয়ে বসি লাস্ট বেঞ্চে।
বসে নিয়েই হারিয়ে যাই স্যারের ক্যালকুলেশনের ভিড়ে;
ঘুমু ঘুমু চোখে আমি বিলীন হয়ে যাই ডান পাশেতে ফিরে।
রক্তজবা চোখে আমি জেগেই উঠে দেখি স্যার দিচ্ছে অ্যাটেনডেন্স;
ধড়মড় করে মাথা তুলে বলে উঠি "yes sir I am present"|
ক্লাসের শেষে যখন ফিরি আমি হয়ে জ্ঞানশূন্য দিকবিদিক;
মনে মনে আমি ভাবি আরে আমিই তো হব প্রকৃত দার্শনিক।

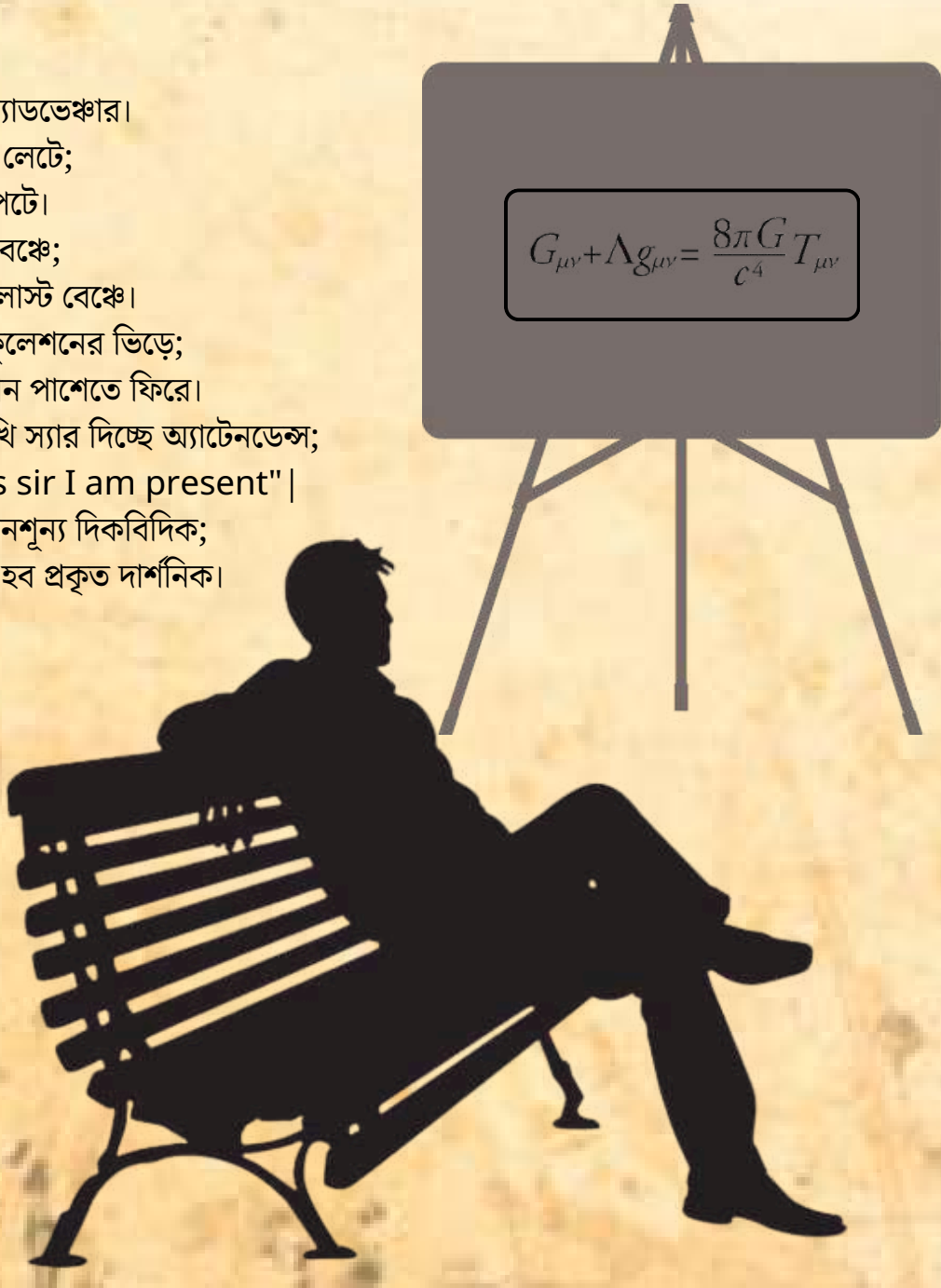

সন্ধান

কৌশিক দাস
(প্রথম বর্ষ, ২০২৩-২৫)

দিনের সমাজে আমি মিলিয়ে নিয়েছি নিজেকে ,
অথচ, সেই রাতের কাছে আমি অজ্ঞাত ।
জ্যোৎস্নাকে খুঁজতে গিয়ে ,
অমাবস্যার রাতে নিজেকে একা পেয়েছি ।
তবে এই অন্ধকার কি আমার সঙ্গী হবে ?
জানি না । - তবে দিনকে আমি চাই ।
খুঁজতে চেয়েছি – তবে সময়টা ছিল রাতের ।
বলতে চেয়েছি – তবে আমি বোবা ।
লিখতে চেয়েছি – তবে আমার হাত বাঁধা ।
অস্ফুটে চিতকার করেছি মাত্র –
যার দেওয়ালের ধাক্কায় নিজেই আঁতকে উঠেছি
আবার ।
মনের চিন্তার যদি আদান – প্রদান না বলতেই হয়ে
যেত ,
কলমের আর দরকার পড়তো না ।
আকাশের মেঘরাশিকে নিয়ে কোনো কল্পনা করতে হত না।
আঁধারে কাউকে একা হাঁটতে হত না ।
সমাজে যোগ্যতার কোনো মাপকাঠি তৈরি হতো না ।

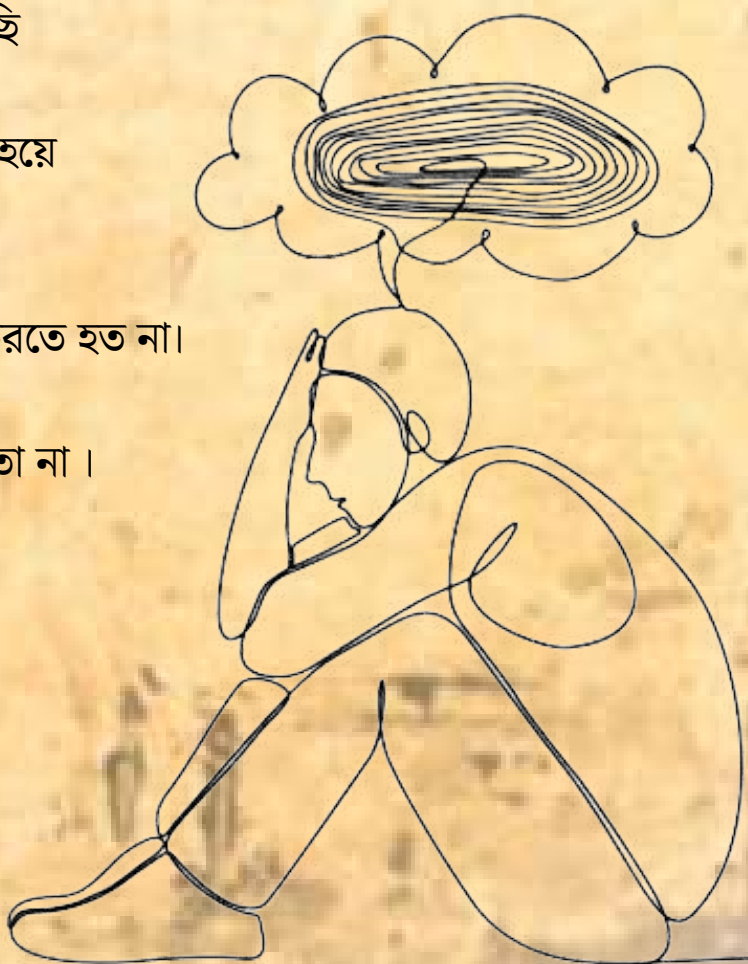

দুয়ো রাজা

অরিজিৎ সিকদার
(দ্বিতীয় বর্ষ, ২০২২-২৪)

ও রাজা, খাবার কই ?
পায় খিদে, পেট যে খালি রয়।
কীসব দিচ্ছ পাতে,
রোজ মাসে দিচ্ছি খাতে;
তবুও যে মানতে হবে, সাজা
এ তুমি কেমন রাজা!

খাবার নাহয় সইলাম পেটে,
মন না চায় দিনরাত খেঁটে,
সাজার বেলায় তুমিই রাজা
খেতে বসিয়ে নাও উঠিয়ে,
মুখের পরে বলেও যে দাও, যা যা।

পেয়াদারা সব বেজায় পাজী,
সত্যি বললেও না হয় রাজি;
খিদের কথা বললে পরে,
সবার পরে চেঁচিয়ে মরে।

ও রাজা, সবার উপর আছেন যিনি,
তোমায় নজরে রাখেন তিনি;
তুমিও কি ওঁর মতোন, বিবেক রাজা,
মানায় না তোমারে এমন সাজা।

এবার গিয়ে বলবো, মাকে
মাগো, খুব করে দাওনা বকে,

রাজ্যে, সবাই পারেনা খেতে
তবুও রাজা আপনাতে মেতে,

ও রাজা, খাবার কই ?

Drawings

Arindam Maity
2nd Year, 2022-24

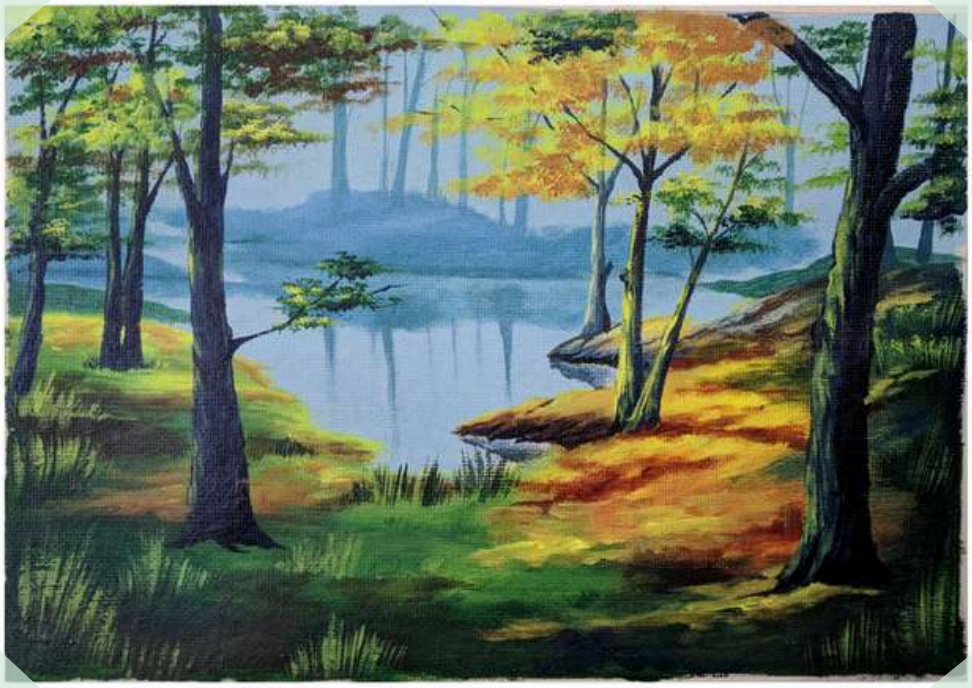

Sayan Dutta
1st Year, 2023-25

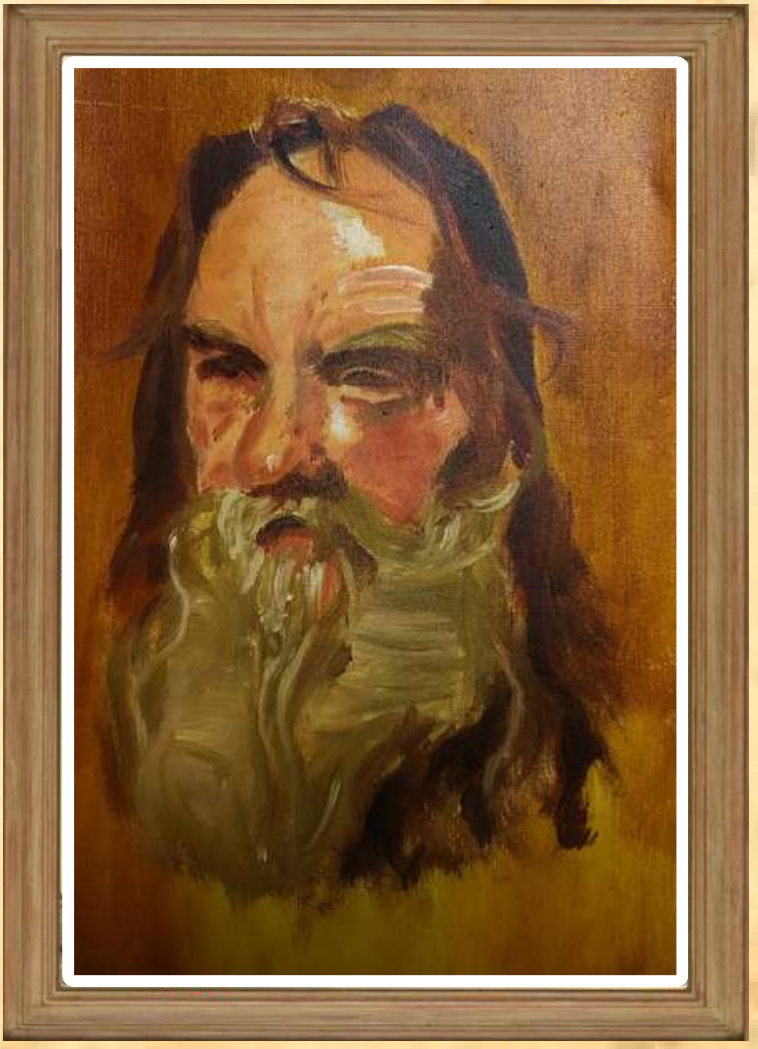

Tiyasha Jana
2nd Year, 2022-24

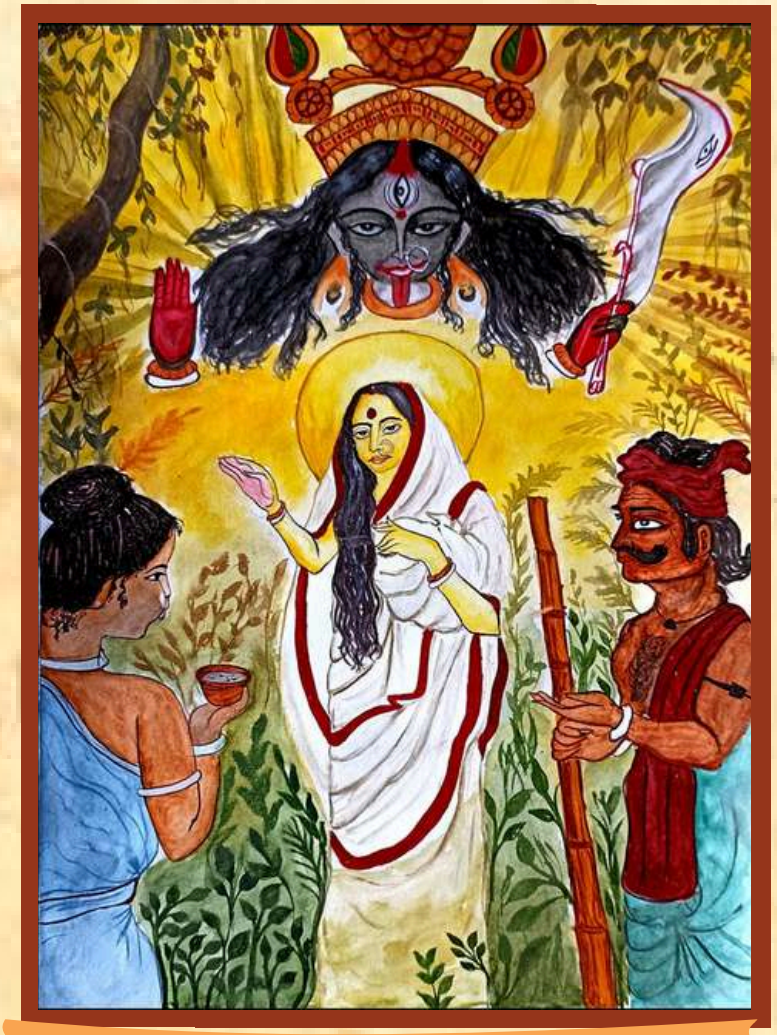

"জানবে কেউ না থাক, তোমার একজন মা আছেন। আমি মা থাকতে ভয় কি?"

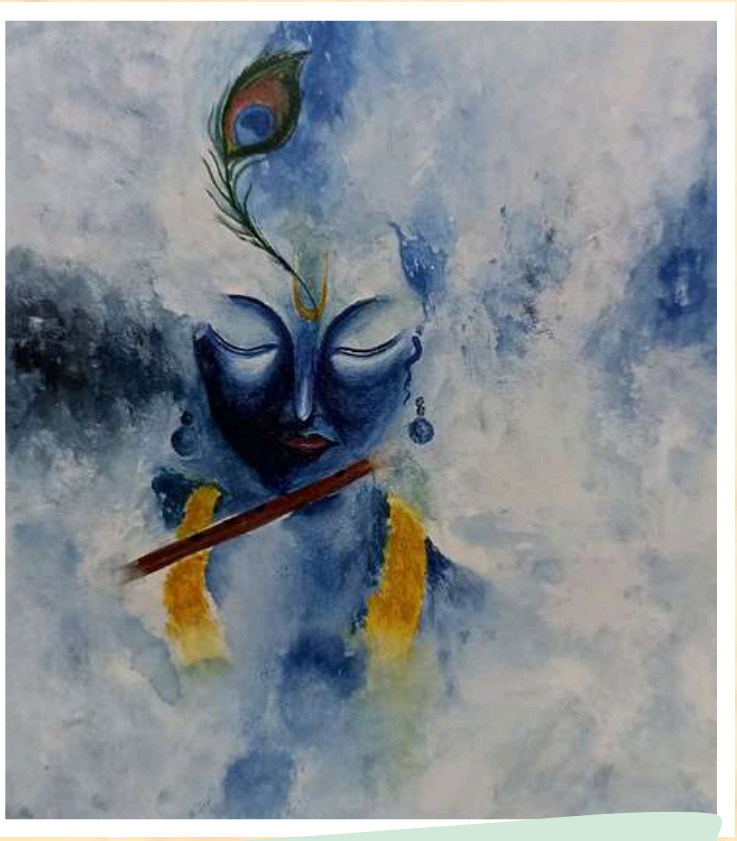

"Calmness, gentleness, silence, self-restraint and purity; these are the disciplines of the minds."

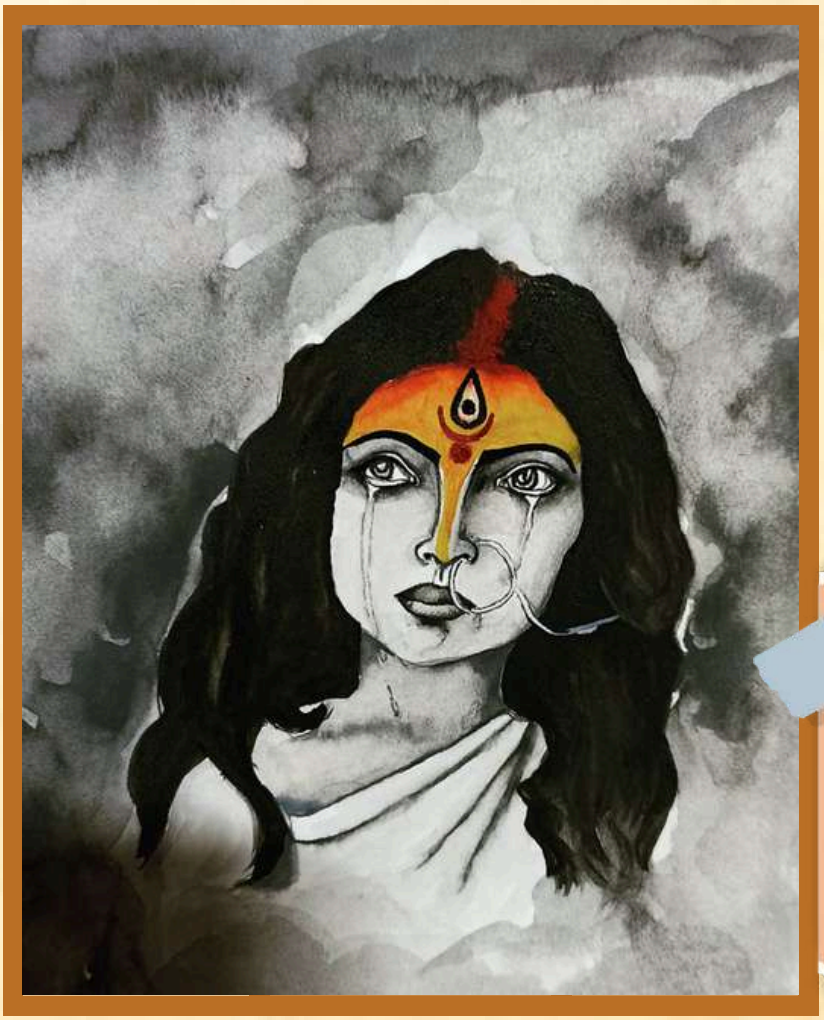

A strong woman knows she has strength enough for the journey, but a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong.

Maa Durga : Mandala Art

You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them.

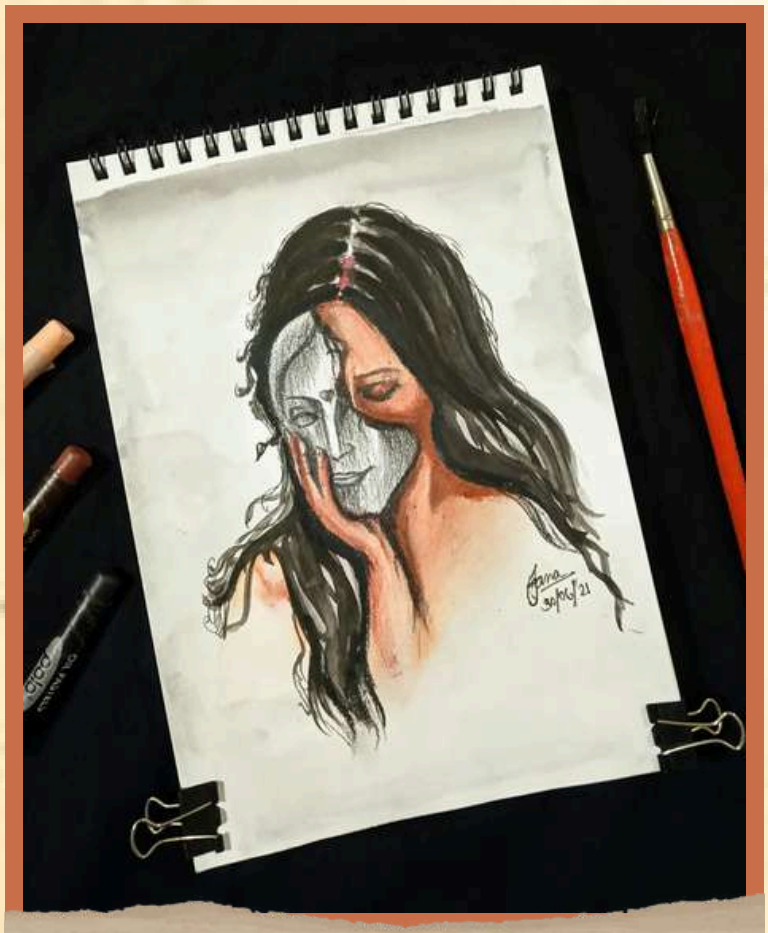

She was powerful not because she wasn't scared but because she went on so strongly, despite the fear.

Mandala art

Sneha Bhunia
1st Year, 2023-25

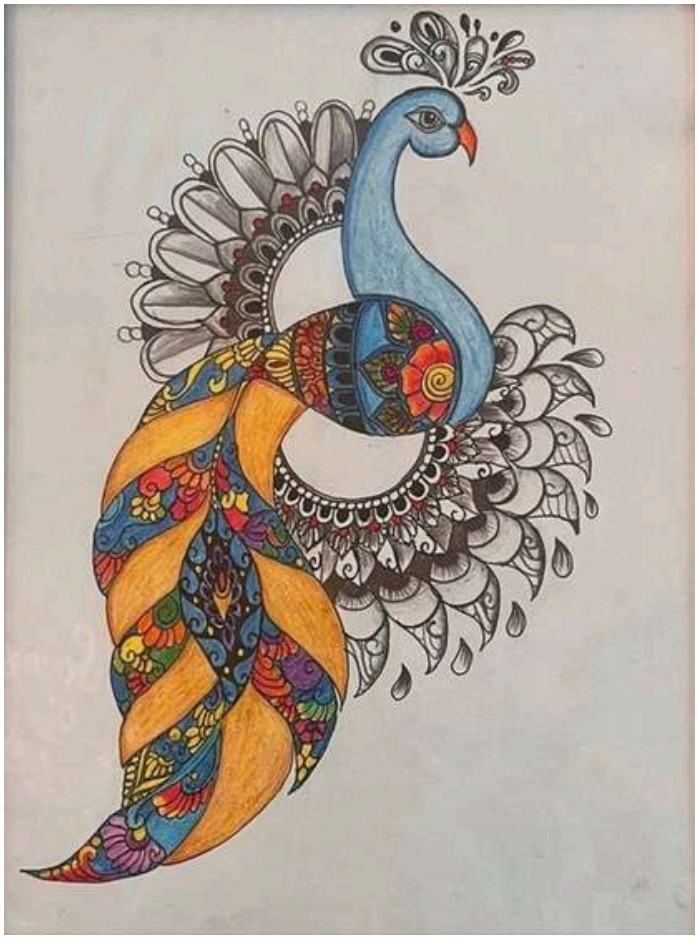

Mausumi Dutta
2nd Year, 2022-24

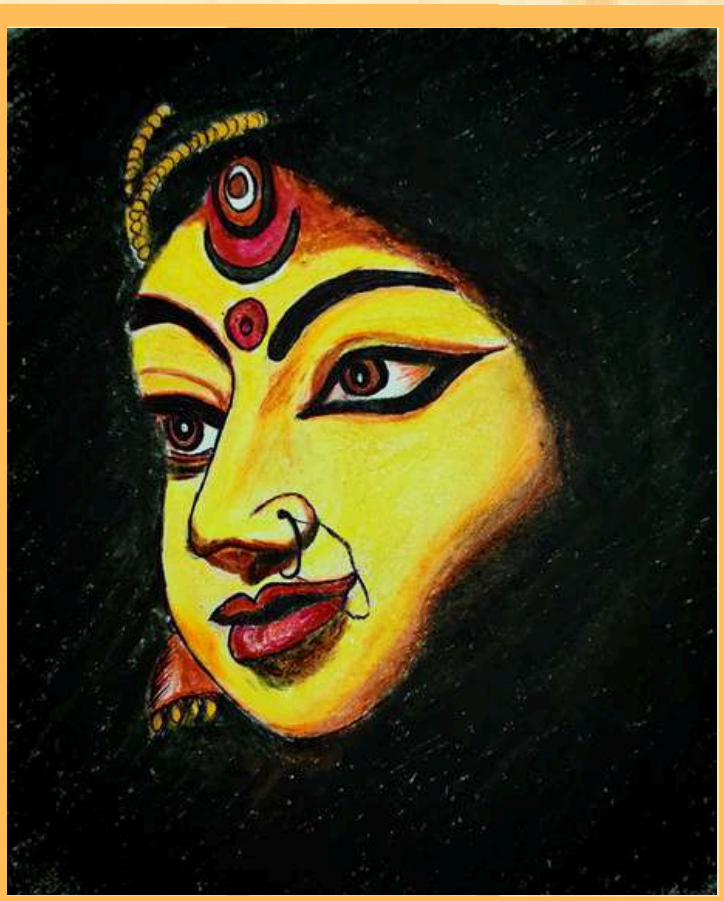

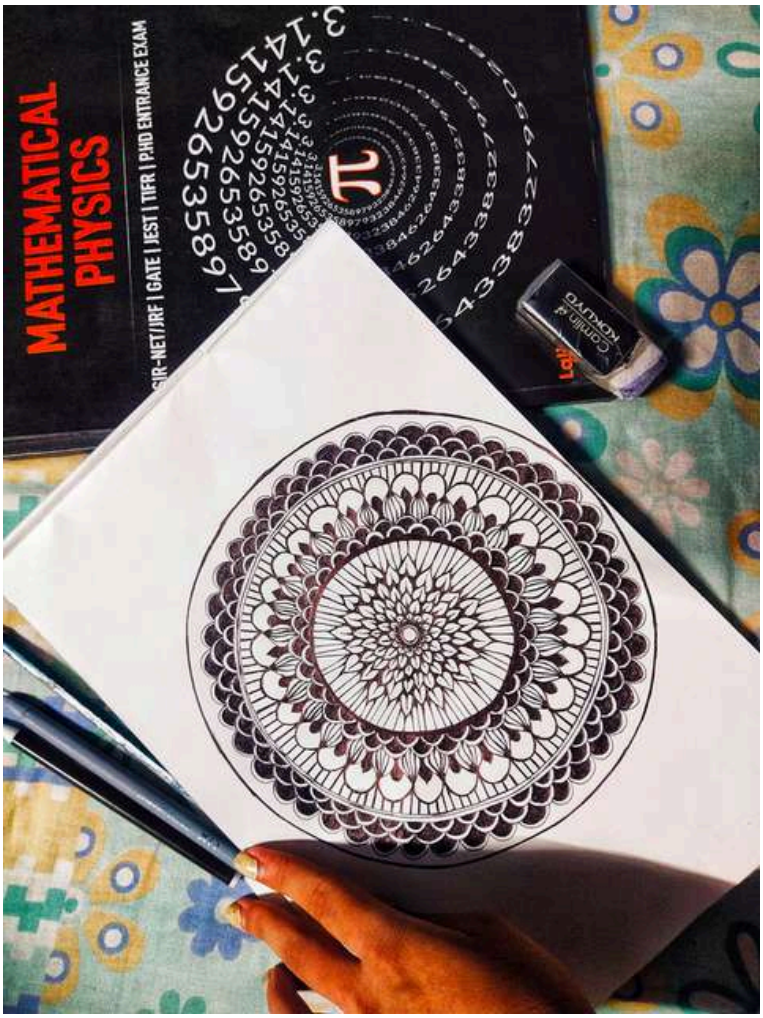

Supriya Pal
1st Year, 2023-25

Archisman Gupta
2nd Year, 2022-24

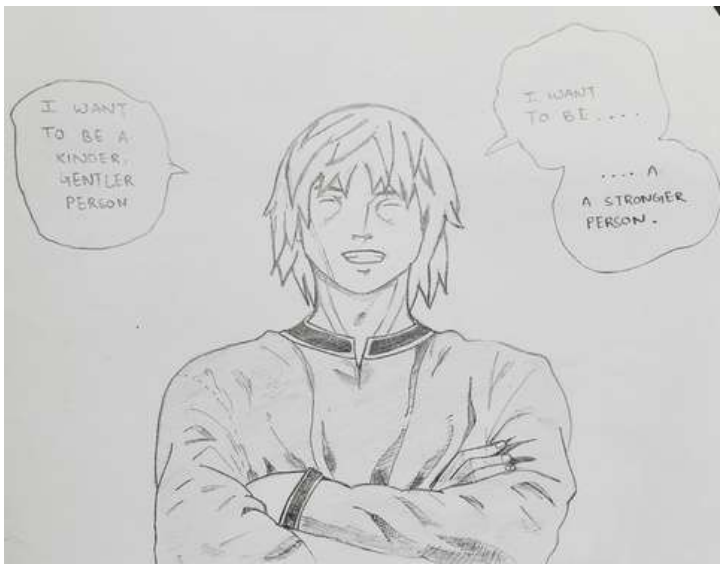

Adrita Roy
2nd Year, 2022-24

Arijit Sikder
2nd Year, 2022-24

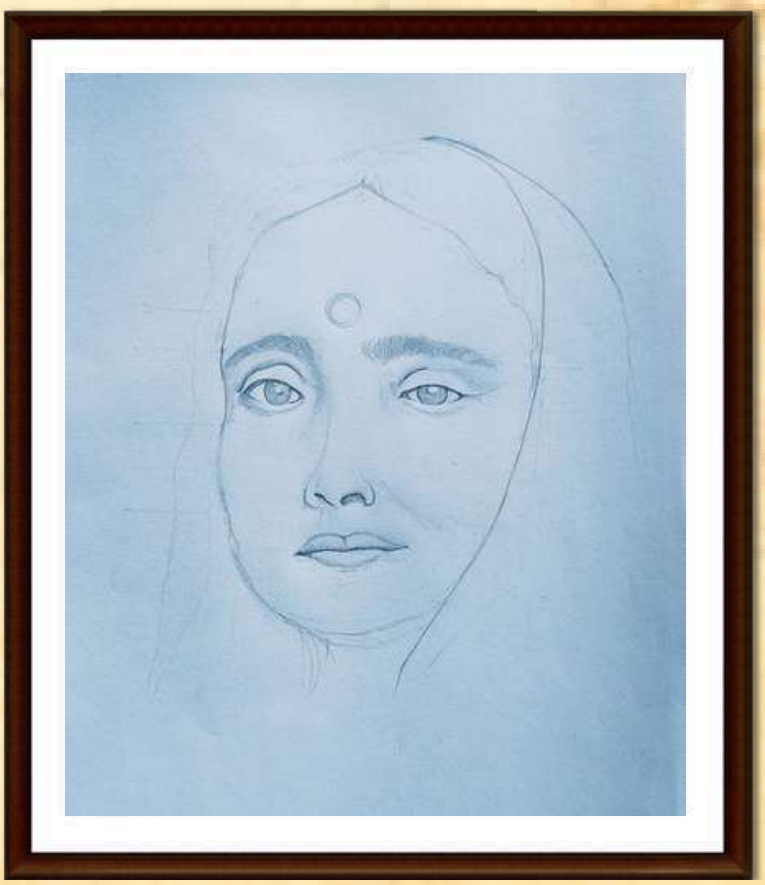

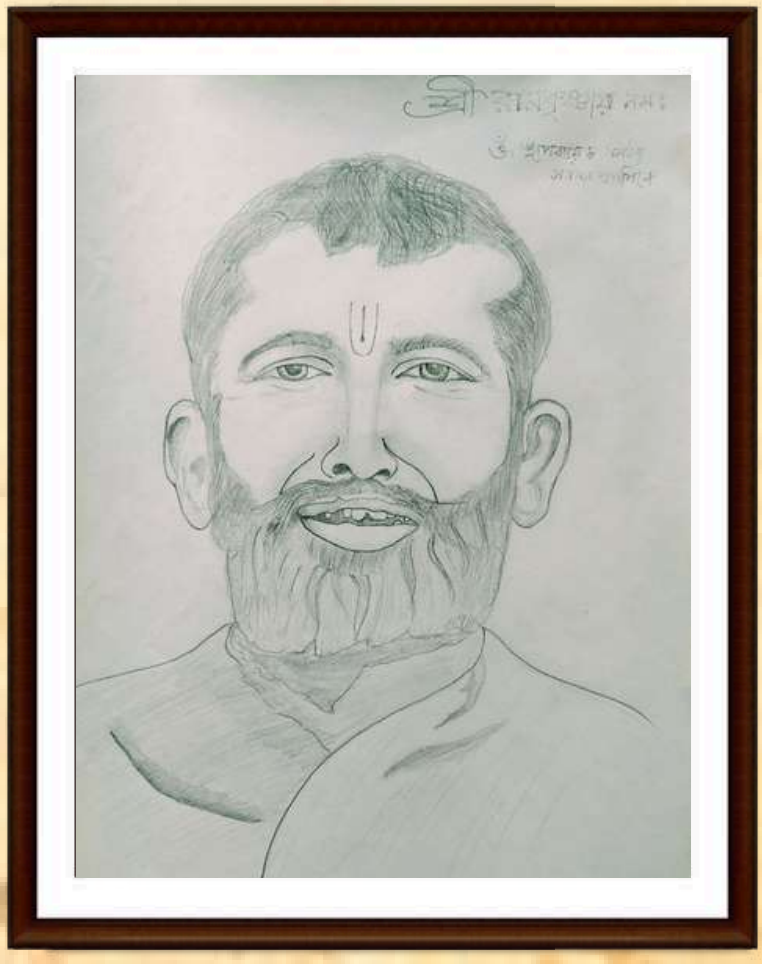

Ritwik Das
1st Year, 2023-25

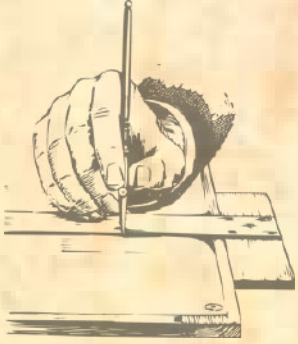

Atasi Bhattacharjee
1st Year, 2023-25

Photography

Two Shades

Anirban Dalui
2nd Year, 2022-24

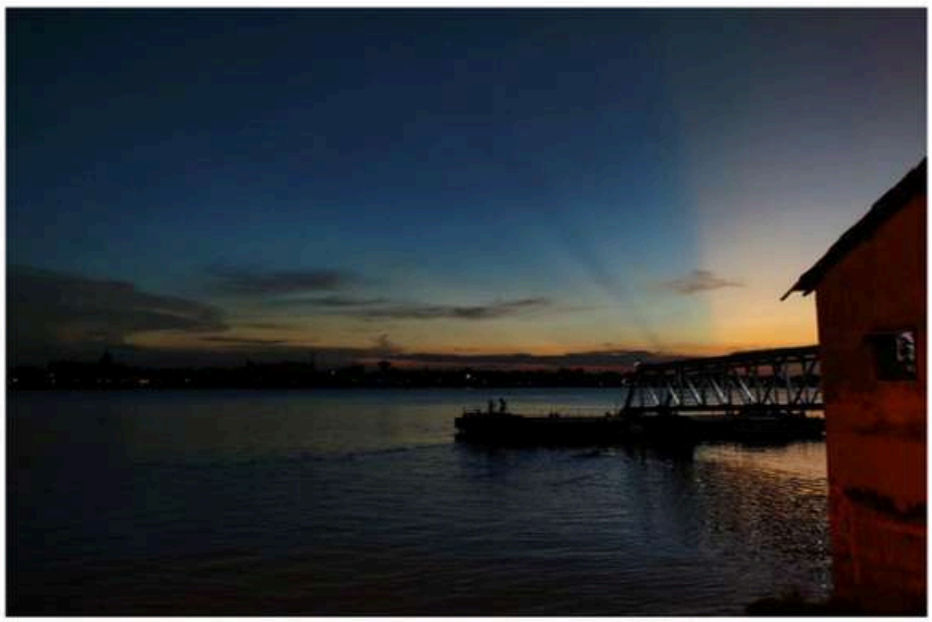

Two shades of Hope

Two shades of Seclusion

Two shades of Solitude

"Time does not change us.
It just unfolds us."

- MAX FRISCH

Two shades of Vibrance

Ankur Haldar
1st Year, 2023-25

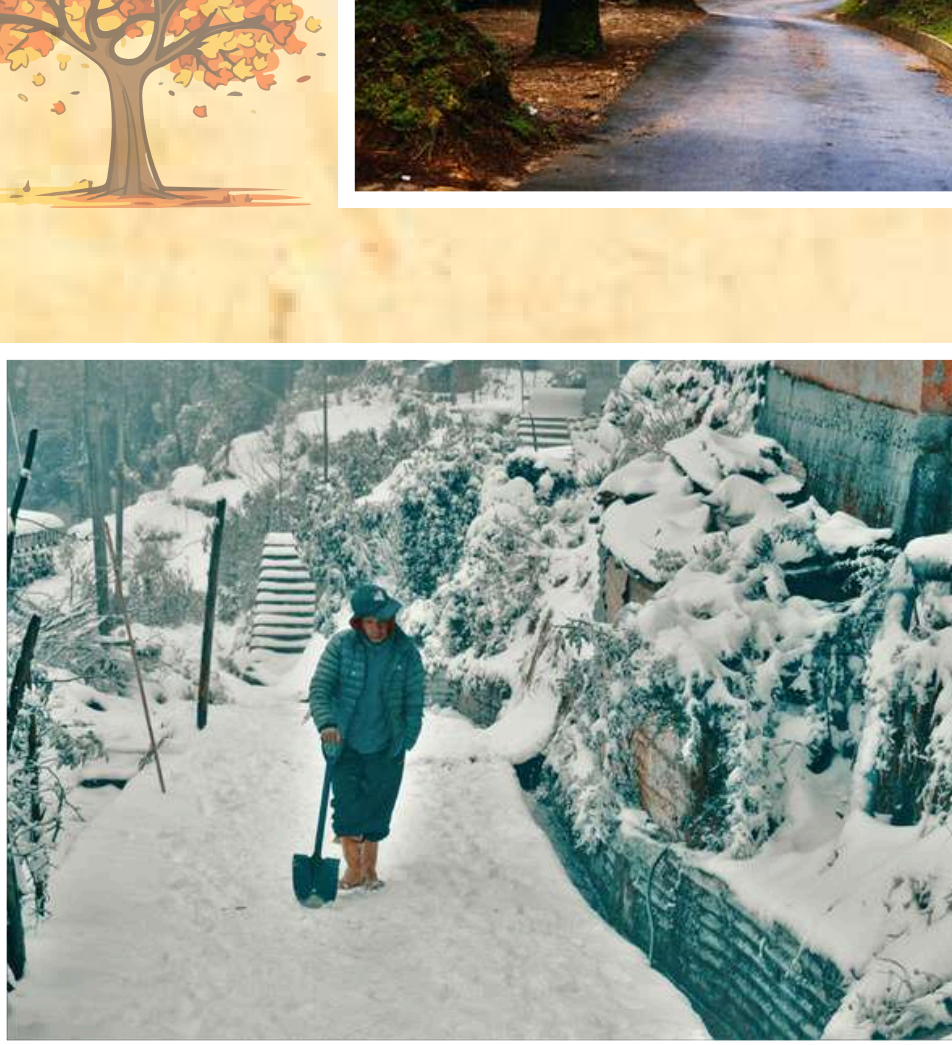

Photography

Koushik Das
1st Year, 2023-25

Meghna Maity
1st Year, 2023-25

When an artist breathes life into a mound of soil

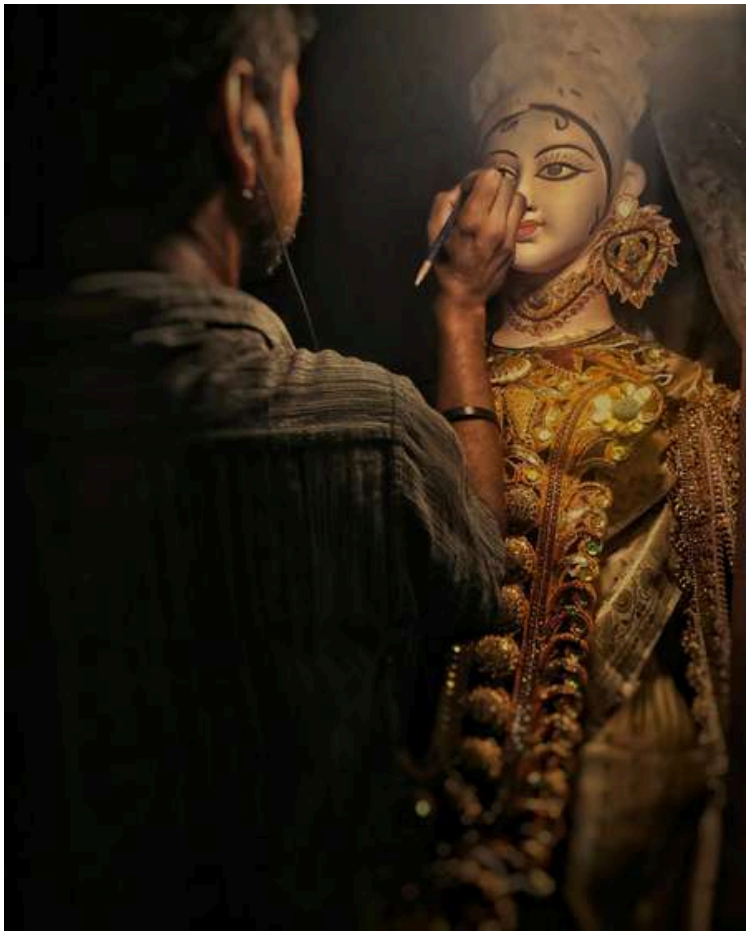

Grey Embrace

Photography

Sankhadeep Pal
2nd Year, 2022-24

Photography

Sayan Dutta
1st Year, 2023-25

Photography

Atasi Bhattacharjee
1st Year, 2023-25

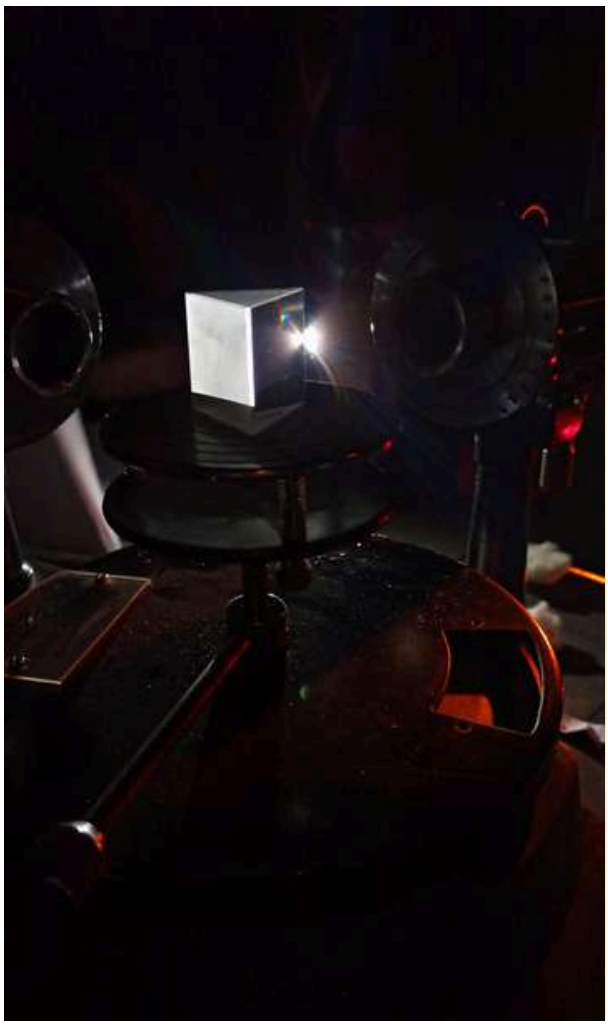

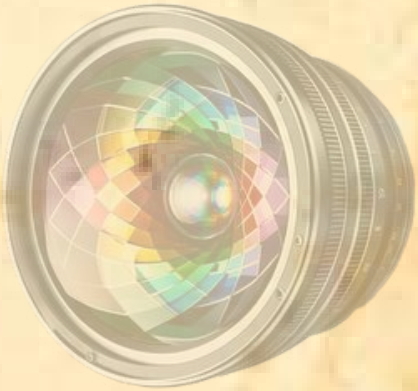

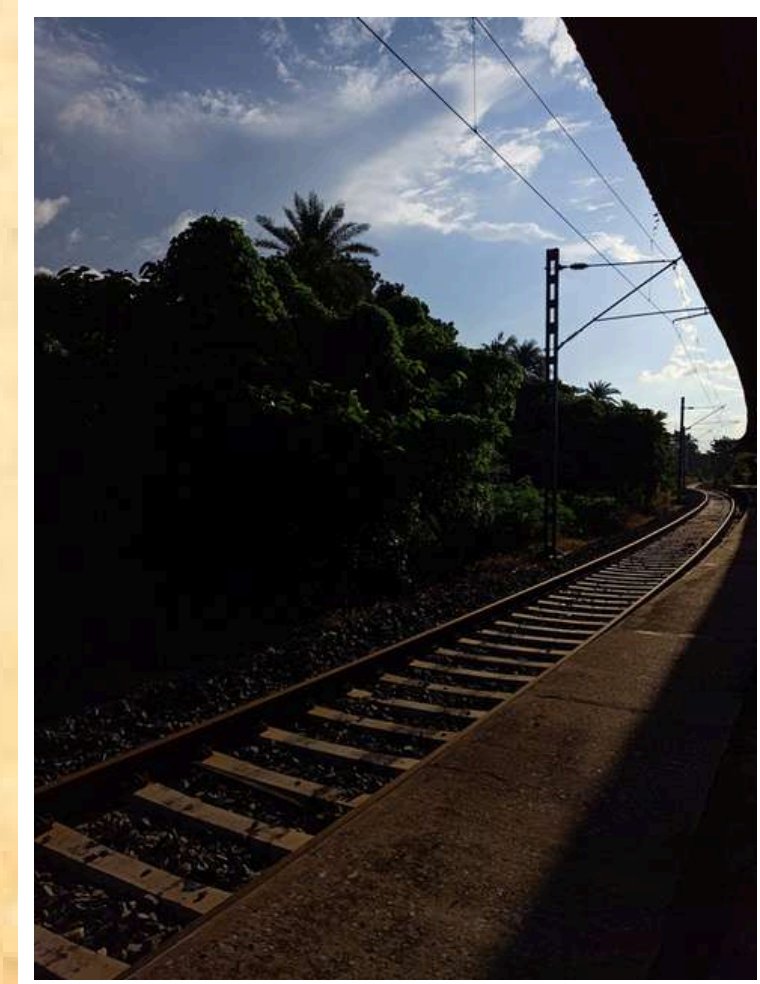

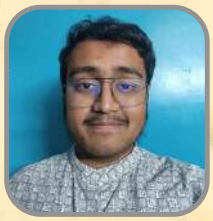

Utkarsh Basu
1st Year, 2023-25

Firing Range
(Auschwitz Concentration Camp)

A Thousand Suns

Photography

Sneha Bhunia
1st Year, 2023-25

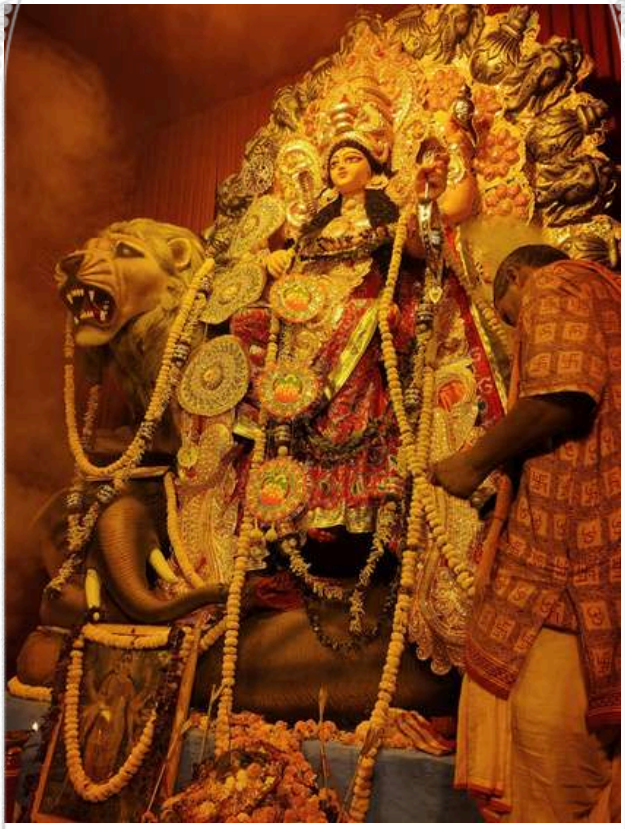

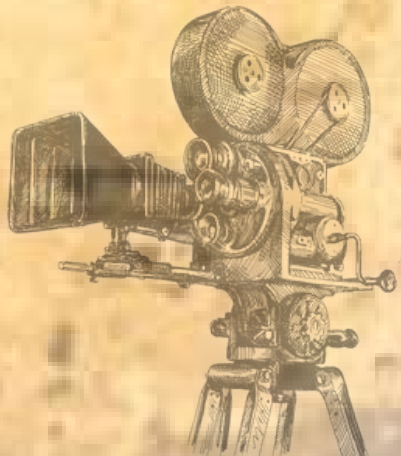

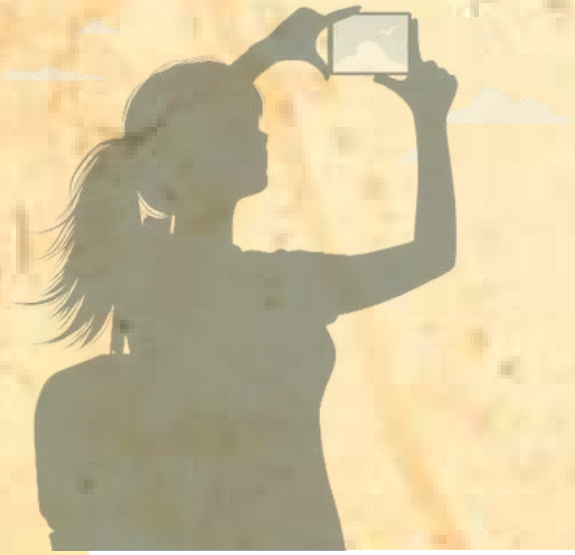

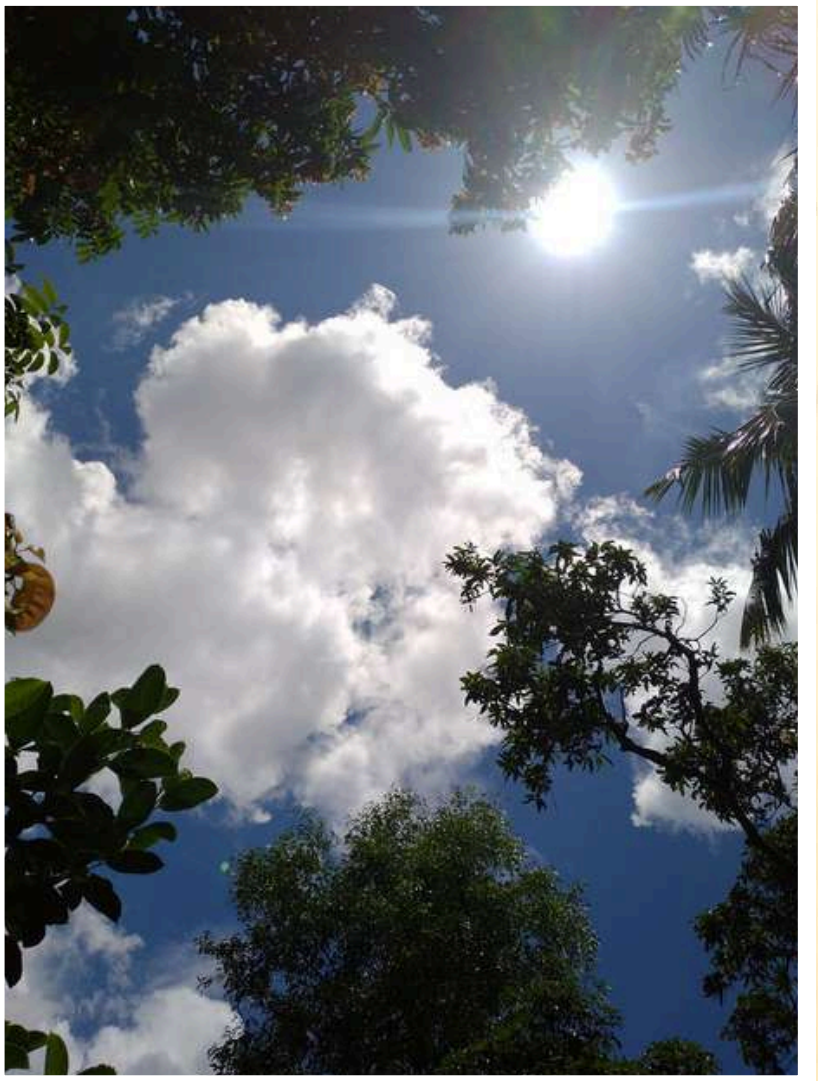

Photography

Mausumi Dutta
2nd Year, 2022-24

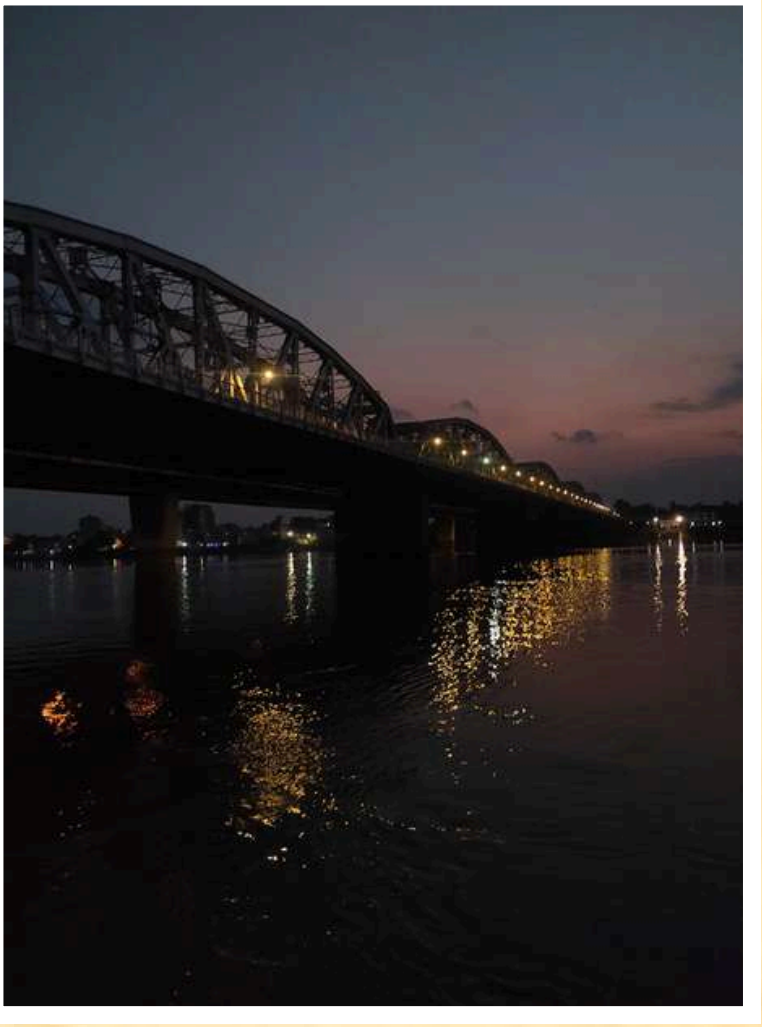

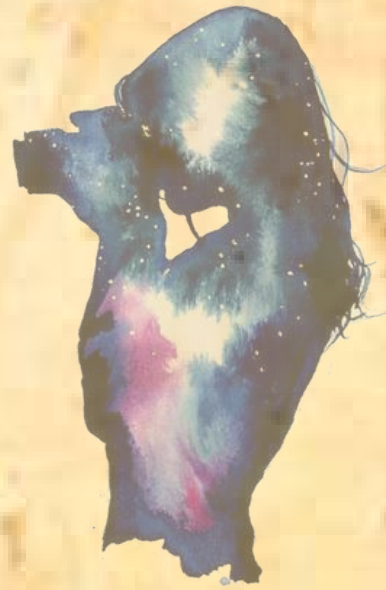

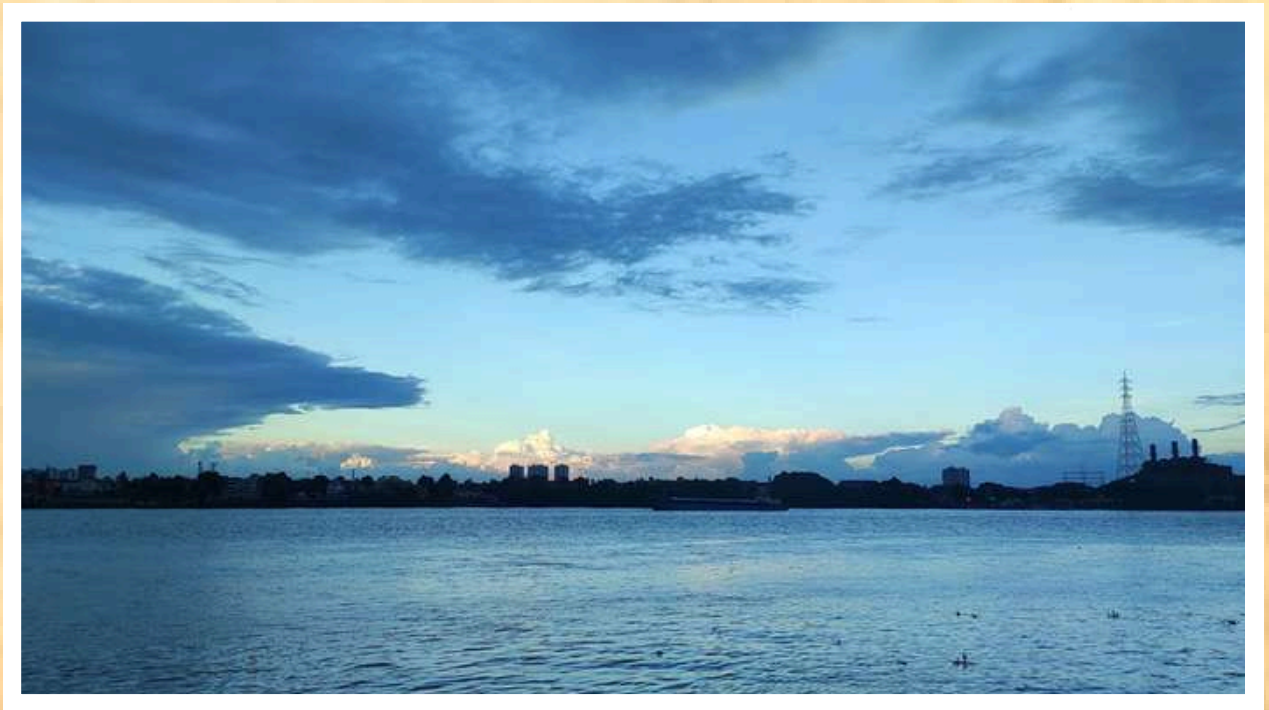

Somnath Roy
1st Year, 2023-25

Nestled among Peaks

In the Cradle of Nature

A Symphony of Silence

পরিপূরক

Tiyasha Jana
2nd Year, 2022-24

Adrita Roy
2nd Year, 2022-24

Shot on Y91
vivo dual camera

Shot on Y91
vivo dual camera

Shot on Y91
vivo dual camera

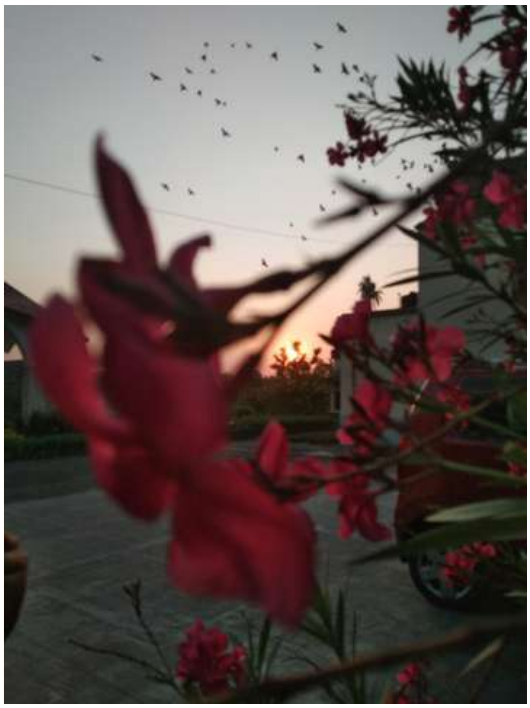

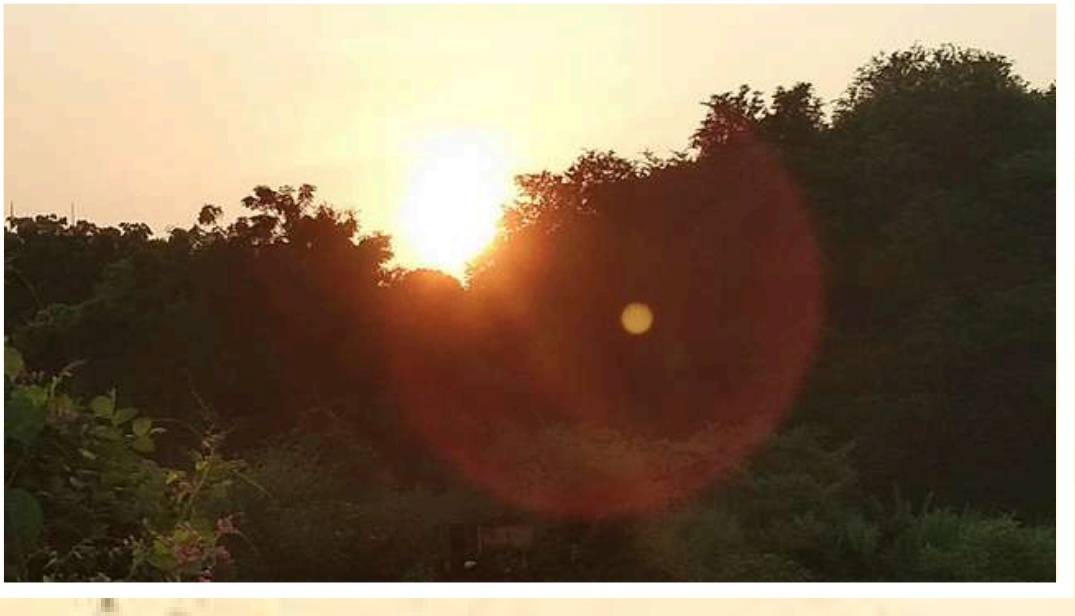

Shot on Y91
vivo dual camera

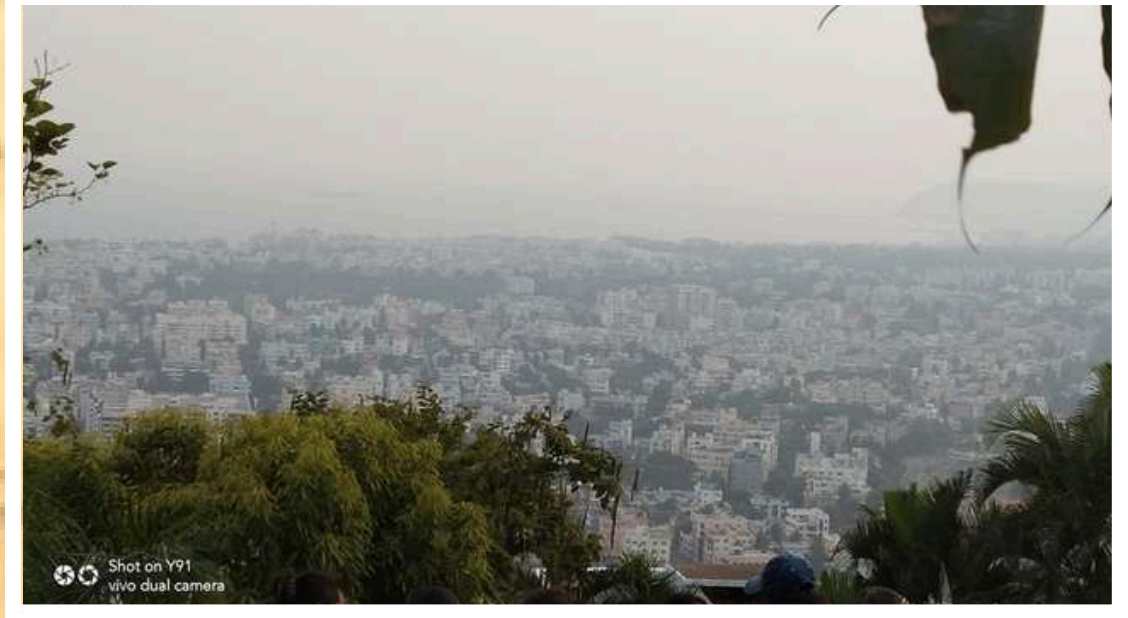
Shot on Y91
vivo dual camera

Kashmir

Arijit Sikder
2nd Year, 2022-24

Boost Tourism

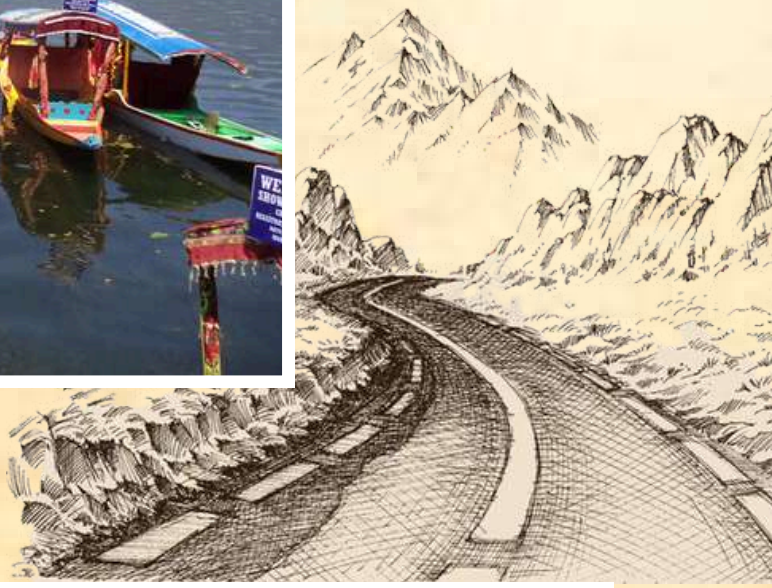

Andaman & Nicobar

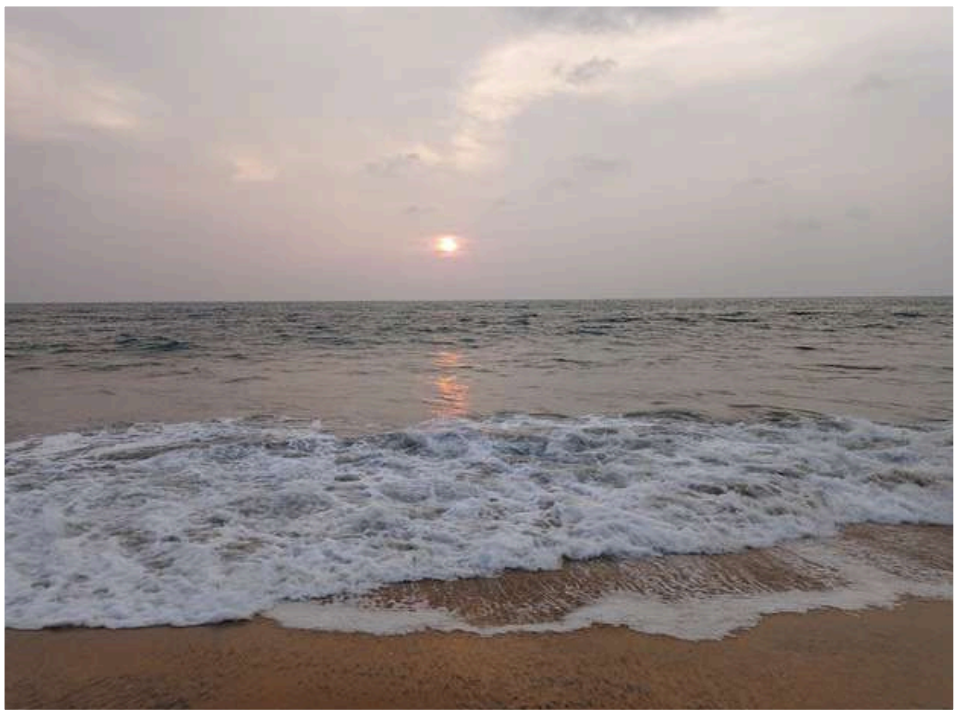

Subhadeep Mandal
2nd Year, 2022-24

CROSSWORD

INSTRUCTIONS

Complete the crossword puzzle by filling in words that match the given clues. Use logic, word patterns, and intersecting letters to solve each clue. Enjoy the challenge!

ACROSS

2. The effect that describes the scattering of conduction electrons in a metal due to magnetic impurities. (5)

4. Fundamental particle that combines to form protons and neutrons. (5)

7. State of matter consisting of charged particles. (6)

11. A process or mechanism by which energy can be extracted from a rotating black hole. (7)

13. A property of transverse waves that specifies the geometrical orientation of the oscillations. (12)

14. Radiation emitted by black holes due to quantum effects near the event horizon. (7)

15. Quantum of vibrational energy in a crystal lattice. (6)

18. British scientist who determined the value of the gravitational constant. (9)

20. Ring of light often seen around the sun or moon, caused by ice crystals in the atmosphere. (4)

21. Tensor that defines the curvature of differentiable manifolds. (7)

22. Idealized object that absorbs all radiation falling upon it. (7)

23. Liquid phase of interacting one-dimensional fermions. (9)

24. The second layer of the Sun's atmosphere, is located above the photosphere and below the solar transition region and corona. (12)

25. Material that is a poor conductor of electricity, but can support an electric field. (10)

26. Phenomenon where electrical resistance vanishes in certain materials at low temperatures. (17)

DOWN

1. Measure of the disorder or randomness in a system. (7)

3. Process where two atomic nuclei combine to form a heavier nucleus, releasing energy. (6)

5. Generalization of extremum path in curved space-time. (8)

6. Property of materials characterized by non-trivial global features of their electronic structure. (11)

8. Theoretical extension of the Standard Model proposing a symmetry between fermions and bosons. (13)

9. Unit of length equal to one quadrillionth of a meter. (5)

10. The point in the sky directly above an observer on Earth. (6)

12. Transition between insulating and metallic behavior in certain materials at low temperatures. (4)

16. Butterfly pattern in the energy spectrum of electrons moving in a two-dimensional lattice under a magnetic field. (10)

17. Hypothetical scalar field model of dark energy. (12)

19. A hypothetical elementary particle that is a possible candidate of cold dark matter. (5)

20. Boson responsible for giving particles mass. (5)

SUDOKU

INSTRUCTIONS

Use the numbers 1 to 9 to complete the Sudoku.
Only use each number once in each row, column and grid.

		2					5	
	1		5		7	9		8
	9							
		9						6
2	5							
	8				9	7	4	5
		5	7			4		9
9						1		
	7	8			1			

PHOTO GALLERY

MEDHA BHAVAN

PRAJNA BHAVAN

OUR FACULTY MEMBERS

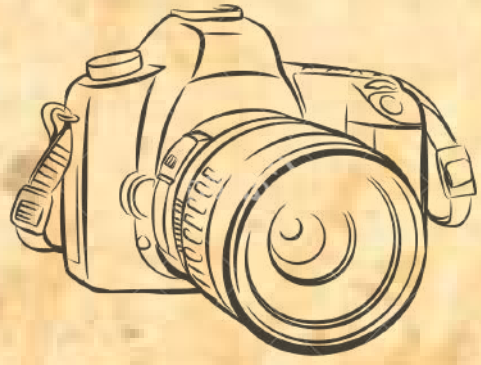

FAB LAB PROJECTS'23

POV Propeller Pendulum

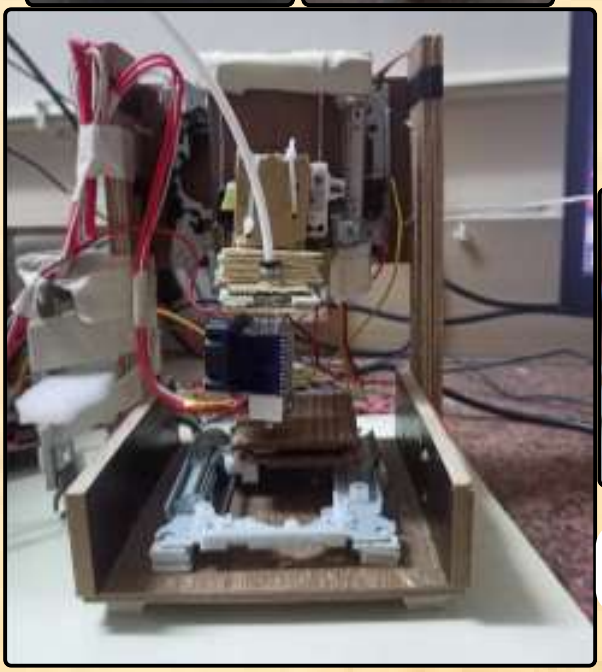

Candy Vending Machine

3D Printer

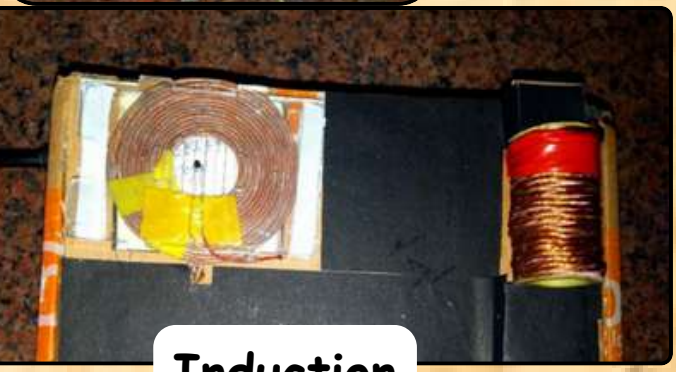

Induction

Radar with Laser

FAB LAB PROJECTS'23

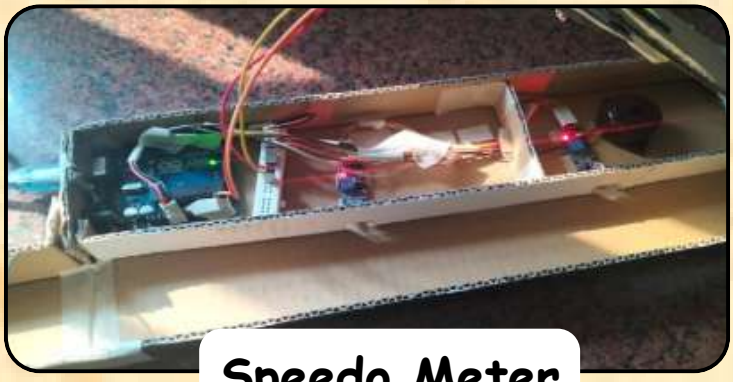

Speedo Meter

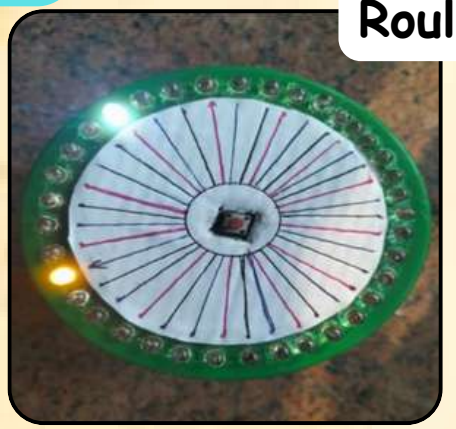

Roulette

Lane Following Car

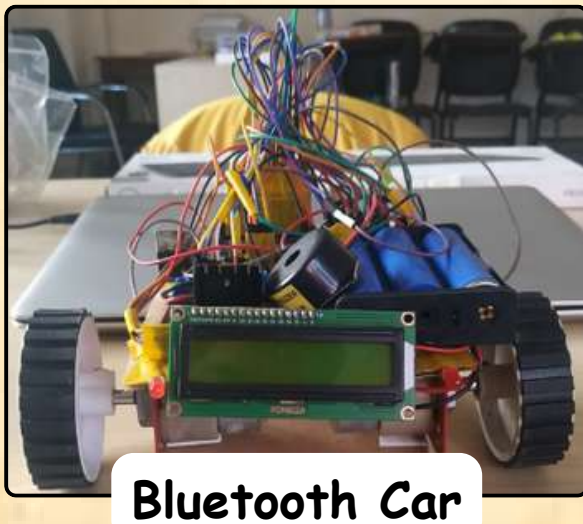

Bluetooth Car

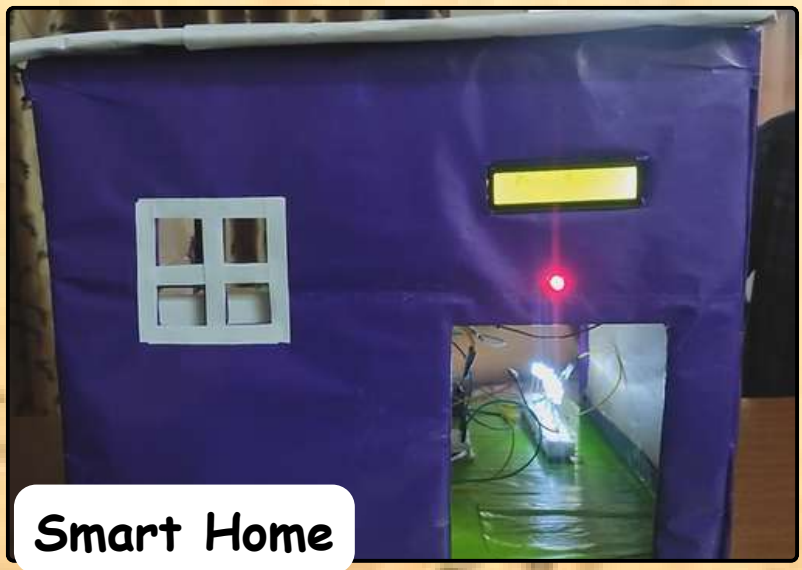

Smart Home

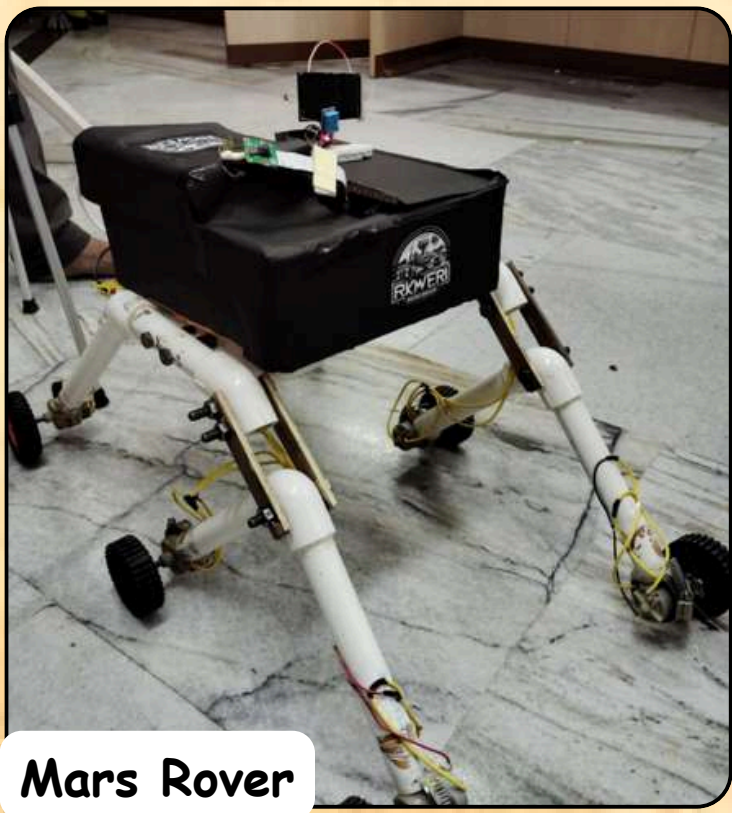

Mars Rover

DEPARTMENTAL FRESHERS '22

ENTANGLED'22

Batch 2022-24

Batch 2022-24 & 2021-23

INTER-DEPARTMENTAL PICNIC'23

DEPARTMENTAL FAREWELL '23

FISSION'23

DEPARTMENTAL FRESHERS '23

ENTANGLED'23

SWARASWATI PUJA '24

RAMAKRISHNA MISSION VIVEKANANDA UNIVERSITY

DEPARTMENTAL PICNIC'24

ANSWER OF THE CROSSWORD PUZZLE

ACROSS

2. Kondo **4.** Quark **7.** Plasma **11.** Penrose **13.** Polarization **14.** Hawking **15.** Phonon **18.** Cavendish **20.** Halo **21.** Riemann **22.** Blackbody **23.** Luttinger **24.** Chromosphere **25.** Dielectric **26.** Superconductivity

DOWN

1. Entropy **3.** Fusion **5.** Geodesic **6.** Topological **8.** Supersymmetry **9.** Fermi **10.** Zenith **12.** Mott **16.** Hofstadter **17.** Quintessence **19.** Axion **20.** Higgs

ANSWER OF THE SUDOKU

8	3	2	1	9	4	6	5	7
4	1	6	5	3	7	9	2	8
5	9	7	6	8	2	3	1	4
7	4	9	8	1	5	2	3	6
2	5	3	4	7	6	8	9	1
6	8	1	3	2	9	7	4	5
1	2	5	7	6	3	4	8	9
9	6	4	2	5	8	1	7	3
3	7	8	9	4	1	5	6	2

DOWN THE MEMORY LANE

RKMVERI holds a special place in our hearts, it is a place that many of us consider our second home. From Classmates to friends, strangers to family, the journey has been one we would love to relive over and over again. The moments that we spent together and the memories we made keep on living in our hearts. This section is a small effort to help you relive those moments alongside us. We welcome you to walk down memory lane. We would like to thank our teachers and seniors for their constant support and guidance. We would like to thank batch 2021-23, for their valuable contribution by sharing the pictures of their respective batch.

উন্মেষ ২০২৪

https://physics.rkmvu.ac.in/ /RKMVERIphysics Dept of Physics RKMVERI